রবি দর্জনচন্দ্র তান রচিত "ঘোড়ার" কাব্যটি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে,
"ফুলখোলা" কাব্যটি ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং "পুটাস" কাব্যটি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে
প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি সদৃশ কবি বিশেষ নির্বিচিত নয় - "ঘোড়ার কাব্য
সহায় ধ্বংসের বাড়িগুল্লা, কঠিন কাব্য মধ্যে লাল, এবং পুটাস কাব্য অর্থমীলন
লাগায়। ঘোড়ার কাব্যের ২র্থ সংস্করণ বিকাশ এবং পুনরাবৃত্ত করা।"

রাজগুলি কাহিনীগুলি অবশ্যই কবির দখ মহাভারতের
দাবাঁর মূত্র ঘোড়া উল্লেখিত হয়েছে উল্লেখ। তিনি পুনরায় মহাভারত পাঠ
রচনা এক দেশানুর অবস্থানপথের টুরিজমের প্রশংসা রচনা করেন।

মহাভারত - কাহিনী এবং ঘোড়ার দাবাঁর মূত্রের নৃতনতর
ব্যাখ্যা দিয়া কবি একটি মহাভারত রূপোচ রূপোচ চেষ্টা করিয়াছিলেন।
কবিটা ও পুস্তক সহায়তার সত্ত্বার সহ বইয়ের চুদান - অক্ষরসূচনায় যে পুস্তক
ঘোড়া কবি এই কাব্যগতি প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা প্রমাণ। কাহিনীর
শানসম্পদ, ঘোড়ার দাবাঁর, শরুদার-জর্ধন-রাজ এবং টুরিজমের অভুত এবং পুনরুদ্ধারের
ধারায় কাব্যগতি সমৃদ্ধ কেহই উল্লেখযোগ্য।
কব্যগ্রন্থ নামক ছোঁব। কবিকের উত্তরে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য 
ও তিনি — যুগান্ত ক্রিয়াকলাপ কর্মধার মধ্যে পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতিষ্ঠার 
তাহার পরিণামতি। 

কবিকের কারণে বিশ্বাস সম্পর্কের সৃষ্টি । তাহাতে প্রথমেই আমার 
দেখিতে পাই — ধর্ম ও জ্ঞান জননী জানিয়ে জন্ম দেন। তাহার জীবন। 
নীরবতার কারণ সমুদ্র বার মিলিয়াছেন —

মহাবুদ্ধি। মহামায়া। নীলতার তরণ বহিঃপ্রকাশে সমাগম হয়। 
ভাবসমূহ সে প্রচলন। তিনি প্রাতঃ 
কিছু স্থলের অভিপ্রেত মহাসাগরে। পুরোন যখন অবসান তাহার — নীরবতা। 
জপি গাও নীরবতা। অভ্যন্তর রেখে 
নীরবতার অভ্যন্তর অচেতন গর্ভে মিলিয়ায় যখন, বন্ধনঃ কার্য। — নীরবতা। 
পাঠে গর্ন নীরবতা। — — (৪৫৫) 

নামাকার তাহার সজ্জায় তাহারা লাগ করিতেছেন এবং সাহস 
মাঝে তা সকল বিখ্যাত পুকুর সত্যমর্ম করিতেছেন। মহামায়া দুর্বলায় কথা 
প্রায় সম্পূর্ণতর সাধারণতায় সাপী পার্থক্য করিতেন তাহারা, চারিত্র পারিতেন না। 
কৃমি ফুল, মূলতাল পত্রের সময় পুনর্বন্ধন প্রতিবাদে বাঁধে উত্তমের রূপে কাহা পত্রের 
পত্রের কান্তী প্রবেশ করিল। দুর্বলতাকে তাহি বাঁধবার নাম অক্ষর বহিতে 
হইলে মুক্ত হইতে নিজের কার্য করিতেন —

* * *

"মেঘ-ধনজান মূল-পদ্মাখিলে কগুপি।"
দেশ ধনপ্রদ
ফাসুরের অবচেতন। কথায় কথায়
বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে জল।
শাস্ত্র যখন তাত্ত্বিক প্রাপ্তি ভাষা সত্য
মূলক যাতায়াত অন্ধ, ভেনগি উঝলুড়।
ভাবে যে ফি ভাৰতী ভাবে ভ্রাতাদের।

(১৩ পৃষ্ঠ)

অর্থ-অর্থের বিরোধের কী উপদেশ করে। অর্থাত্মক সত্য
সত্যের বা অন্যান্য কার্যের বিদ্যমান কর্মকর্তার কর্তৃত্ব
দ্বারা এক অন্য কর্ম কর্ম বিনির্ভর সত্য গভীর কর্ম করিল। আর চালনাযুক্ত বীর
অর্থ-অর্থ অন্যান্য কার্যের বিদ্যমান শুধু ও যথাযথ প্রস্তর কর্মকর্তার অর্থকর্তা বিশেষ
করিয়া তাহাদের অজ্ঞান করিলে মূল্যহীন দান করিল। ভারতন্ত্র গভীরের প্রথম
কল্পনা করিলে কর্ম এবং নাত্মার বিক্ষিপ্ত এবং প্রাক্কল্পনা গভীরের প্রথম
কর্মবিধি।

প্রাচীনতর অধিন এই উদেশ্যে পার্থ যাত্রার?
বাক্যে সকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বুঝিয়া পায় উদেশ্য করিতে অজ্ঞে
যথেষ্ট নামার্জন আহত করেন এক 'ভক্তি' বরিয়া তীব্রকরেন, তখন নামার্জন
উদ্দেশ্য নিয়াছিলেন -
একটি প্রাচীন বাণ্ডি করিতে গিয়ে যায় যায়:
ধন্য দাসপ্রিয়ী, কিশোরনাধীন;
বিশ্বাসযুক্ত সতর্কতা দশতে চর্চা;
পশ্চিমে গতিকে করিতে গিয়ে যায় যায় যায়;
সাধু তাহার দাস গণতি দিয়া দিয়া,
আনন্দুক্ত চাচা মৃত্তিকা যদি
তুলু তাহার খায় হেমন।
এই ভাষাধৃষ্ট অনভ্য অনার্থ বাণ্ডি বুঝিতে করেন।

এই পরক্ষণ পুরুষবার যেখানে যেখানে নিমিত দৃষ্টান্ত যেখানে প্রকাশিত
বহুল শ্রদ্ধা দেখিয়া প্রতিষ্ঠা আরোহী ও অত্যন্তরীন প্রতিষ্ঠার দ্বীপ করিয়া তাহাদের উপর প্রভু
করিয়া যায় হইতে হইলে একই বিজ্ঞ হাতিয়ে মূর্ত ও দাসী বলিয়া
নিম্নত করে বাবি তাহাদের সামর্ক করিতে পারেন নাই।

দেশাধৃষ্ট উপর বাবি করিবার তাহার ও বাণ্ডির অধূরভূ করিয়া
কারণ প্রাচীন করিয়া গুরুদেশাধীন সতই বাণ্ডির রহন করিতে মোটর করিয়াছেন এবং
তাহাই সকল সাধারণ হাতি সমৃদ্ধাধীন পথ বিচার করিয়াছেন।

নিঘা তিনি করিয়াছেন - পথ করিয়াছেন সভায়।
এই হিসাবে - একই সময়
নৃত সততানুযায় ম্যাঝে।
এই হিসাবে বিষ
সদু ভাববর্ত্ত, মাত্রকে, চাহিতেছে,
বহুলতে বিধ্বসিত।

(১৬ পৃষ্ঠা)
চারু-পাতিবে-কমলচন্দ্র—

এই অধ্যায়ের হাত হইতে চারুতকে উদ্ধৃত কবিতার উপায়

সমুদ্র কৃষ্ণ বালিয়েরকে পুনর্বার করিলেন যে এক ধর্ম এক জাতি ও এক বংশ

স্থাপন করু গভীর কি বা এবং তিনৈ কবিতায় উপায় সমুদ্র করিলেন—

ব্যাঙ্গনের অন্ত ভাই, অর্জুনের,
ভাষায় সন্ন্যাসী মোট। হলে নিয়ামিত,
কোন কর্ম বাহি গায়ে হইতে নাশিত।

(৫৪ পৃষ্ঠ)

তিনি নরপতিকে নিকট চারুত মাতার রাজ সায়েনাবী চিত্ত

সমরাচিত করিলেন—

না না, মসৃণ সায়েনাবী,
উজ্জ্বল প্রাচীনমূৰ্ত্তি

রাজবাড়িয়ার মাতা, মায়ামাতা - রাজবাড়িয়ার

রাধাকৃষ্ণ ধর্ম মহাকবি,
মোহিত পঞ্জ মহাত্মাপুর

জননীর রাজ্যামন, দূর বৃষ্ণ যুগ,
—

হইয়াছে জননীর অভ্যন্তর বৃষ্ণ

পাশাপাশি ধর্মযুগ,

দেখিবা মজনোয়বী
নামুষজ্যু সম্বন্ধ, বৃষ্টি প্রকৃপ, 
চারিত্রিক চারিভঙ্গে শোভিতে কেননা।
বৃষ্টির প্রবাহে ভালি,
অর্থে প্রীতির হারি,
পার্থ রাগিন্ত রুপ, দেব নঙ্গে ভবি,
যযাতরনের চিন্তা রাজবালিকী।

(৩১৯ পৃষ্ঠা)

তারাপুর অজিন সহ ধীর্বশাপে গুঞ্জ করিলেন—
এস, মিলি দুষ্কর্ম
বয়ি পাত্র— সমর্পন
এই কর্তব্যের প্রতি, যাইব তালিক্য স্বামীর নামায়ন— পাদে সমর্পিত।

এক ধর্মী, এক জাতি,
এককাটা, এক শ্রীতি,
সকলের এক ভিত্তি— সর্বভূতি— মিল,
সাধনা বিশ্বক কর্তৃ
লক্ষ লে পশ্চি পুষ্প,

—
একমিল্লাপাত্মক। করিত নিষ্ক্রিয়

৬ই নর্থ বৃহদ মহাভারত স্বাক্ষর। (৩২৯ পৃষ্ঠা)

চর্চিত - বিশ্বাস কর্তব্য তাতদ্বেষপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে -

‘যথেষ্ট হয় এক যথেষ্ট পণ্ডিত। সংহারে মূল প্রতিপাদন কিয়। কিন্তু
কবি এই প্রকৃত কাব্য সৃষ্টিতে রূপকম্য কাব্য নীতিতে নীতিতে নীতিতে
ও মনন-প্রাণিতে প্রথা ব্যাপ্তি দিয়াছেন।

দেশের কল্যাণের জন্য ব্যাপার অন্ধকার জন্ম করিয়া গৃহে থাকে। একমাত্র প্রথম বিপ্লব বাসায় চিন্তা ও অন্য বিশ্বাস কর্তব্যে গুরু করিলেন
এবং প্রথমে হইলে যথেষ্ট করিতেও সমস্ত করিলেন। বুঝিয়া গানের বিবর্ধনের
পরিষিদ্ধ ফ্লিশে যুদ্ধকে গানেরা গুরু করেন নাই। বিজয়ী যাত্রিতে এক
বিশাল বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জাতির চক্তি বৃদ্ধি করিবার নাম তাহারা
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি গ্রস্তবদের উত্তর যে নির্বিশেষ সুতায় -
নায়ক - সুধীর বিশ্বাস তাহাকেই মহাভারতের তথ্য। প্রভৃতি নামে
তাহারা বন্ধুভাবে করিয়াছিলেন। কবি তবু তবু কুক্ষিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুত
পাউন্ডের সমাবাহের এই বিশ্বাস তাহারু নিজস্ব এবং তত্ত্ব ভাবভূষণ।
পুরাতনকে অমাবিধ, মৃত্যু প্রায়ণ, ক্ষুধা জন্মতক্তির প্রয়োচিত নামেরা 
বাসুকি বর্ষ চন্দ্রের সার্কতার নিম্নলিখিত প্রতিনিধি গুলি বিলেন। তথ্যকার 
বিলেন — নিম্নলিখিত বর্ষ করে নিম্নলিখিত — মৌসুম লেখকের

নিম্নলিখিত যথার্থ করা নিম্নলিখিত 
দুই প্লাসাম্বিত জনমিক, 
শালীশ ব্যবস্থা বার অন্যন্য কথিত, 
নিম্ন শরীর বাড়ি পরিবার চরণ 
জুড়া যারুদ বায়া করিয়া বৃষ্টি।

(৪৮-২৫)

গুলিতে মানুষ করিয়া যায়।

৪৮-২৫

বাসুকি অন্যন্য উত্তরের নিম্নলিখিত জন্মতক্তির নিম্নলিখিত 
দুর্নীতার বিবাহ দিলেন। জন্মতক্তির কাছে বর্ষ হোক যাতার কারণে 
নামযুক্তার নিম্নলিখিত নিজের মেজাজ বিকটকেই দূর্নীতার শুদ্ধিকৃত বৃহৎ করিয়া 
মাতার বিধিমতে বোলিয়া বিলেন।

দুই পশ্চিম দুই পশ্চিম কা সুবৃহ অনুমিত নিম্নলিখিত নিম্নতার বিবাহ 
হয়ে এবং তাহা দাতা গাথা গৃহীত পাত্রের নিম্নতার দুর্নীতার গৃহীত 
হয়েলে। অপরাধের কূটবৃদ্ধির নিম্নতার গাথা গৃহীত পাত্রের ভ্রষ্টি পাঠিয়া যাতেক যতদূর 

আসনু করিয়া দানি এক বড়োকাকু ও বালায়িক পুঁতা চজ্জন্ত সকলজাতীয় পথে অগ্নুন হইল। ভূতাক-কাড়ু কারো এই বিহবলের সীমার ভুজ করিয়া ভাস্ত ইহ্যুজ্ঞন।

কদেকে কার্যাগ্রস্থ তাঁহার কর্তৃক গণ্যন্তীত। গীতা-রচনা এতে কর্মী তাহারই প্রূথ্যাধি প্রাপ্তি করিয়াছে।

রাগন্দের নিত্য কল্লাকে সুত্রের দেখােবা বাহ্যণ কিচন—

এক-সালে সমাজ, ফলার অমূল্য পত্রায় স্নায়ু মায়া মায়া

ধর্মন্ত অভ্যাস, এই পাগড়ি
করিয়া যমাচর, বৎস। করিয়া প্রচার
দর্শনার্থ ধর্মৰূপ, ভাবিয়া পুলসার
ভাবিয়া সহতৃপত্ত:— পূৰ্বলক্ষণ।

(৬-৭ পৃষ্ঠ)

ধবান বিশ্বাস কর্তৃ সমুদ্র ব্যাসদের তেজ্জায়কে বুঝাইয়া

দিলেন—

কর্মভাগ বিশিষ্টতা হারিয়া না হচ্ছ।
জ্ঞান কর্মভাগ। বিপুল সৎসাগর
কর্মভাগ, বারি কাঁচা বিখ্যাত, বিখ্যাত।
মাত্রের সুতর মাত্র সুতর কাঁচার—
বারি কাঁচার বলে— এ বিখ্যাতব্যায়
যাহু কর্মভাগ, — কষ্টক কমিয়া
বারি চুতু গৃহ্য ঘর, বিশিষ্ট তাঁ হয়।

(১ সং)
নিয়মসংক্রান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে উপলব্ধ চিহ্ন এই সময়ে পালন করে।

কৃপাচরণ স্বীকারের প্রথা লক্ষয়িতে আচরণ করার জন্য এই নিয়মের সামর্থ্য হয় না।

যদিও এই নিয়মটি প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং

ধর্মযুদ্ধে পাপ হয় - অসংখ্য জগতের নিয়ম - ধর্মনিষ্ঠা পার্থিকতার অনুসারে

কর্মকলা জগতের স্বাভাবিক অংশ নয় - প্রতিফলিত ব্যাখ্যা করলেন। কর্মকর্তার ধর্ম যুদ্ধ

অতঃপর যে কর্মকলা নিয়মানুসারে অধ্যয়ন হয়ে না। তিনি বললেন -

আমরা প্রকৃতি দলে হবে তুমি, তার কাছে,
সার্থক হিসেবে নীরব সুখে তাম্রপত্র পরিচালনা।
বাণিজ্য প্রকৃতি তবে, সুখে যুদ্ধ, তত্ত্বাবধান,
ধর্ম যুদ্ধ, যে যা সাধারণ সাধারণ না।

(পুত্র ৫)

পুত্র অর্ধায় ধাঁধার তৃষ্ণায় গীতাণ্ডব বক্তব্য ন্যায়লগ্নের

বিদ্যুল দেবিতার পাঠকের ও গীতার অভ্যাসে সার্থক বক্তব্য করেন।

চুঁথ অতিরিক্ত পুলিশের —

মুক্ত বিভিন্নত ক্ষত বিভিন্ন ভাবতঃ
ক্রুঃ কামনা নহুম, সাদরস্বর হাস্য।
উৎক্ষালন, প্রতিশ্রুতি, সাদরনির্দেশ
বাতাশ্ব বিভিন্ন বিশ্বাস অভিজ্ঞতার কাজ;
ইহার চায়ায় শান্তি পায়ে সবিনয়,
বিশ্বাসের, বিশ্বাসের সংহতিমতুর
নামাইল বি বিশ্বাস, কালিন সন্তান
গৃহান্তরীণ, ব্যাপারিক সর্বস্বাভাবে ।

(১৫৩৫ পঃ)
শরৎকাস্য নামকৃতি মন্ত্রঃ নিয়মিত সরস্বতীকথনঃ শ্রীমৃত্যুজ্যামিতি: শরৎকাস্যঃ

১৯৩-৫৪

এ থেকে গ্রহণ কর্তব্য পাচনে জন্মগ্রহণ আকাশেই তীর্থাং দুঃখামুখে
- দুঃখস্বারী দ্বৈ - দুঃখরতা দুঃখিত অন্যরকম স্থির ধরে তিনি যখন পুরুষ পথের সমাধান
করিতেছিলেন তখনই নিপীড়া কর্মবাদী সমাধান তিনি লাভ করেন এবং ব্যাপার -
দেব তাহাই পিতামহ কৃষ্ণ প্রিয়কবিন্দ করিয়াছেন। মূল গীতা-রচনায় পাঠাতে
তিনি ধর্মসাধনের দর্শনা। কবি এই সকল স্থানে পিতামহ নূতনভাবে ব্যাপার
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কল্যাণের মধ্যে যানবর্তীর্থ ও যথেষ্ট ছিল। তিনি প্রতি -

শ্রীমান্তে পূজায় করিয়া তীর্থ যেমন সংগৃহীত পূজায় করিয়া রাজ্যবিশিষ্ট

সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠান হাজুর - বিশ্বাস, প্রশান্ত - তিনি যদি সর্বস্ব স্নায়ুল প্রাপ্তি

মানন্দ করিয়া বিধায়ের সম্মত,
বিধায়ে মন্মথ প্রাপ্তি কারায়,
তাহার পর তীর্থে যাত্রা প্রায় হয়।
নিষ্ঠা মানব শান্তি চরিতে কারায়

(১২৭ পৃ)

কৃত্তিকি ও কাজদেবের সহিত নামাঙ্কন ঘটিলেন কতিপয়

ক্ষুদ্রদেবের নিকট লোক বিভূতি বহুলকৃত ধারা সম্পূর্ণ করিয়া। তিনি কৃষ্ণকে
উদ্দেশ্য করিয়া কারিয়ান -
তামালী শীর্ণ তৃষ্ণ আঙ্গড়ায় ঁ।
আম কৃষ্ণের বিশু, শীর্ণতা আর্জন;
ধর্ষাধর্ষণ পাপনাত্মা বাহিয়াচে বৃত্ত ঁ।
হরিয়া নারায়ণি গুহতে শীর্ণতা আঙ্গন
নাগদিদে নদীর জল নাধার ।

(১৪২ - ১৪৩ গুলি)

সূত্রাঙ্গ সূত্রচান্ডীর কথাভাণ্ডার মধ্য দিয়া বাচি নারী ধর্ষ নসুচুক্তো তৃতীয়
দেখে পালাচার করিয়াছেন। বিভিন্ন মানবের ধর্ষ বিভিন্ন দৃষ্টিত্রয়। —

dৃষ্টিত্রয় ধর্ষ তপস্যা, সিদ্ধিয়ের ধর্ষ গুহ, নারীর ধর্ষ গুহ — তথ্য ভাগাভাগ
হরিয়া মানবের দুঃখ দুঃখ দুঃখ দুঃখ এবং মানবের জ্ঞান জ্ঞান ।
সূত্রাঙ্গ কৃতচে যুদ্ধে বাচি ব্যাপ্ত ভাবে গোপাল নির্নীতে করিয়াছেন — তদোত্তর
সূত্রচান্ডী প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন — 'দোহাতি বল জল, নারীজনে নারীজন,'

গৃহীত সৌভাগ্য সিরি ভেঙে গেল দুঃখ নারীর গৃহ

(৩০ গুলি)

সূত্রাঙ্গ —

নারী সিরি জানিয়া নারী প্রকুপবিহীনের ছাবি,
আমাদের শকারিত নাহি ।
বিভিন্ন ধর্ষ যত সত্য জ্ঞানী ধর্ষ
সর্বসম চান্ডিয়া চা যার ।

(৩২ গুলি)

সূত্রচান্ডী নারীগুলোরাই এত বিকৃতকৃত বৃত্ত পুলিস করিয়ে যাইতে বা পুলিস
করিয়ে পাদেন নাই । হরিবাড়ি ত্রিপুলি ধর্ষীধরম — অস্কার — অনন্তনারায়ণ — উড়া।
পূজিতে ভাষাবসাহিত্যগত চার্চাভবন নাট। তিনি বলিয়াছেন—

রত্নালী—ধর্ষ না হয়ে দুর্গীতা দর্শ রাধি 
পাণ্ডব কাহাত কাঙ্গ নাই।
পাণ্ডব পাণ্ডব চণে করুণ কৃষ্ণকাজন দন 
চারিক জীবিত দামী যাহি।

উজ্জল ও পথিমর, — দই পথ কার্য হয় না 
ধারক সমুদ্র আমি বুঝি।
এই যম নারী—ধর্ষ, ধাতক যদি ধর্ষ যাব, 
দাবি নে দ্রুত ভাব দূরে।

(৫৩—৩ পৃষ্ঠ)

সুলোচনা—ছলন্ত্র এই লুকরেও করুণ অনৈত করেন নাই। সুতার যম 
যেহেতু বিভাজনেক বিদ্যালীক সুলোচনা তাহি সুতার পবিবারকে দিনাইতেছেন 
এবং এই লুকরে মধ নিম্ন দুঃখে দুঃখানেই সার্থক হইয়াছেন। সুলোচনার মূখের 
পবে তাই সুতার কর্যাহোন ৪—

হাতে নাখী প্রিয় দূতে, হীতে নাখি প্রিয় মূঢ়, 
চিরি দিল প্রিয় দূতের দূত
ধাতে ভুল গুঙ্গ পারে কর্যাহোন দান, 
সুলোচনা চিরি দিল পবে—গুঙ্গত।

তাহার বিমূঢ় কুলী, কিছু কেবি, কি তা জানি। কি বিশ্বাস, নিশ্চল, কিছু প্রাচ্যাদ্বার।
কে শুহু পঞ্জ, যাবে কাজিয়া পাস্ত খাঁড়া 
অনু নূতন পারে, নয়ঙ্গুরুহ তাহার, 
পুনর্নবা সুলোচনা পার্শ্ব তাহার। (৩১১ পৃষ্ঠ)
অভিনন্দন-রথ যুগ্মে কাব্যাস্তুর মধ্যে প্রথম বসন ছিল । স্বর্ণনাম,
বাসুর কর্ষায় বৃদ্ধির অভাবে যথাযোগ্য ধারার যুগ্মে কর্ষায় প্রথিতী প্রথমবার হয়েছিল ।
অন্য দিকে আলাদান্ত এবং হঠান পলাশচন্দ্র মধ্যেও একটি বীরবর
অন্যমূল পদের উপরেই লীলায় তাহার তথ্যেই কাব্যবাদী হয়েছে । হঠান
ভাবিয়া ছিলেন কাব্যের যুগে দুই দিনে দুই চক্ষ হয়ে এবং তত্ত্ব- ত্যাগ প্রদত্ত
ধর্মীয় প্রশ্ন বাক্যালগুলি যুদ্ধে হয়ে দাধ্য করিবেন না । কিন্তু কাব্যবাদে তারা
যুদ্ধ বাহি । অন্যন্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের বাহি যন্ত্র দিয়া যুত করিতেছিলেন না ।
বলাকান্দে যুদ্ধ করিবার চাহিদা ছিলেন । প্রায় পড়াল প্রশিক্ষিত করিতে
এবং পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যে করিতে পরিমতে নানার মধ্যে হয়ে দাধ্য উদ্ধারিত করত প্রচলন
এবং এই বিষয়ে তাহার প্রয়োজন শূন্যেই অভিজ্ঞতা প্রাৰ্থনার প্রতিরুপ্ত ।
হয় চীন । আর্যার মায়ের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা পাইলে যেখান অর্জন করিতেন
কিছু না হইতে না । তাই বিশ্লেষণের প্রথম কর্ষায় অভিজ্ঞতার যুদ্ধ নাতমের
কারণ হয়েছে । অভিজ্ঞতার যুদ্ধে তাহার স্মৃতি সৃষ্টি করিতে একটি বিদ্যমায় নড়ে,
হয়ে পড়িলে দুর্বল হইলে বিদ্যমায়ের কীভাবে এবং সম্পদের মূল্য। তাহার
জ্যোতির দিয়া, শৈলের পথ দিয়া সংসারে এই কৃত্তিকার কর্ষায় সাধিত । কয়লা
এই হেমন্ত যুগে স্মৃতি তাহার পরিশ্রম করিতে চাহিতেছেন এবং শোককে
মহান সর্বাজার দান করিয়েছেন। অভিসন্ধি বলে পড়েই ধর্মী যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হইতে। উঠিয়ে এক বুদ্ধিমত্তা ধর্মক্ষেত্রে পরিহার করা হইত। যেহেতু বিচার বিশ্বাস এবং ধর্মী উপস্থাপন। তাহাই তার ধর্মক্ষেত্র। তাই কৌতুকে কার্যে অভিসন্ধিগুলি বধকে সর্বনিহির ঘটনায় সংগঠন করা হইয়েছে। তাহাতেই কথা বিলম্ব

সর্বাগ্রে কর্তিত পুরোনোতিত করিয়া মন্ত্রণা দিলেন

একা করা একা করা নাহি পাতে যদি,
ধূলি কর্ষণ মিলি তবে কাচিতে নামতু।
নাহি পাতে এক মুখ মূলযুগ মিলি
বাড়িতে তাহাতে বুঝান, বলে যেই ঘড়ে
মূলেহ তালিকায় হাতে বহন ব্যাঘ্ন,
আমার ত৽োলার পূর্বনি গণন।

(৫৪ পৃষ্ঠ)

অপর দিকে ইয়ে চাঁদ ব্যাঘ্ন দেবতের অর্জন নামে বলিতেছেন —

যদি বসনঃ ঘটনায় তীব্র ভাবান
নাহি করে এ ব্যস কল্যাণ কাঠেন,
এবং দুঃখান্তি মুখ্য — জাতিমুখ
বিজ্ঞান, করিতে পারো রােন।

কর্তা তৈরি ধর্মজ্ঞ করা হস্ত,
করে গাক্ত নহ যায় রুণ আশ্রিন য।

(২০৭ পৃষ্ঠ)
ময়ার নিয়ে পাদকর্ণায়ক চালিয়া অজিনি মূর্তিত হইবারু উপলব্ধি হইলে কুঞ্জরাহাত সাহিত্য দিলে—

“বীর — দশক বেশু নহেন, পানির অন্তর ।”

(২৬৩ পৃষ্ঠ)

অজিনের জান চক্ষু বুকিরূপ তাল, সুন্দর বীর্য বালুক হইল। তিনি চোখে কাজ করিলে—

তে বীর্য তব দীপ । ধার অরণ্যে
একচরণ সাধ তান ধারে — মণল !
বুকিলাম এই চোক শিখা অজিনের।
অধরম্ভব মুখ্যাতি বুকিলাম রায় !
এসমীরণ এত দৃশ্য, বুকিলাম আর,
থাকিয়া সুলতান করে, পারশুরাম গণিত,
যাকা করে মহাশীল পুরুষ নব — মধ্য,
থামালে বাঁধ বাঁধ মুক্তি সুরু করিয়া
বুকিলাম পরিবেল কথি দৃশ্য — অরবণ,
শাসিত কবেল ধার, কবিত দশনার
নর করে কিতাৰ্থর্থ ধীরিয়া যেন —
ধার্য্যে কণ্ঠ কুক্ষকা বীর্য এক ।

(২৯৯ পৃষ্ঠ)

ব্যাপারের বিনো — ধার্য্যার তলম্ব অজিনের চালায় ক্ষুদ্রী ও মায়াজ্ঞুদান কীমতের জন্ত অজিনের বাহিলন—

আমি মতি, মন্ত প্র, নোটি কি আবার ।
মন প্রতি, মন্ত প্র, না মন মণিব।
নব — শোচন প্র — শোচ করি নিমজ্জিত,
আপনা নিমজ্জি উচ্চ করিয়া গানেত,
তব বীর — পুঠ ফট, হও অকুলার।
দানর উদ্দিন পাশে ।

(৩১৫ পৃষ্ঠ)

দূরভিত্তির মুখ্যভাবে সুশীল পরিসমানের দৃঢ়তা দেখিয়া শোকাপর্ক হয়েছে যখন দানরের দুঃখপথ বকা এবং যুদ্ধ অধিক ব্যাপক মৃত্যুর বিষয় বিবৃত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। রাখিয়া উঠার কথা ঝর কি না ভাবিতেছিলেন তখন পরিমর্যাদা বিচার দিবি তারার দুঃখিত দৃষ্টান্ত

উদ্দিন না অখিল হতে বিতর্ক কায়লা করি মহাত্মারের পৃষ্ঠ। — মাতা রাজ রাজপুত্তি।

(৩৪০ পৃষ্ঠ)

দুঃখের প্রকাশ ও সাহিত্যের প্রতিভা ও এক অন্য মূল্যোত্তম হইল। তারিকুল অপেক্ষাকৃত মহানিদেশের মধ্যে মহারাজাদের পতন ও মৃত্যু এক কেওষির মূলের পরিলম্বায়।

স্নাত-কাব্য প্রকাশের জন্য সাধকের শরীর দিয়ায় দিয়ায় দিয়া—

নিষ্কাশ্য প্রাণ বালি নিষ্কাশ্য প্রাণ বালি,-
প্রাণের মহালিঙ্গ । প্রাণের নিষ্কাশ্য—
জলানি বালি। বালি। দীপ দুই চাপা।

(১ পৃষ্ঠ)

ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে হইয়া মন চাপিদিক নিষ্কাশ্য প্রাণের হারিয়েছে। কিন্তু যে কাল বুদ্ধিক মুক্তিকে যতক্ষণ বিবেচনায় পড়িয়া হইয়াছিল তাহার প্রশস্ত বিবেচন জানিত কহিতে কিছু দুঃখের ও রাখিতে প্রস্তুত ছিল। সমুদ্রের অগ্নিপ্রাণি বিজ্ঞ দিয়া যখন তাহার কঠিন হইয়াছে।

দুষ্কর্ষী ও সত্যজিতের বিকল্পনায় মধ্যে দিয়া এই বিষয়ের দুঃখ স্পর্শ হইয়া উঠে। দুষ্কর্ষী সরলশ্রুত করিয়া সম্ভাব্য হইয়া আসে।

ভালোভাবেও তিনি দানর পায়নু দুঃখের মধ্যভাগের মধ্যে কথা দোষিত পান।
সত্যভাবা ভাবেন মাযারূপ মেয়ে চিত্রে দাঁড়ায়া তুমি বিদায় দেও।

কৃষকের প্রেমে উড়ে সত্যভাবা কহিলেন—

বহু শিক্ষার বিষয়, মহানদীপ্তের

হইল সন্ধ্যা সম্পূর্ণ মহাশয়ের বয়ং

দাঁড়াইয়াছি পুত্তলিত মুখ, পথে অন্যান্যের

উদ্ধারণি পদদ্ধাতি বিস্ময় অহং।

(৬ ফুট)

এবং তুমি চর্চার করা সহানুভূতি সার্থক

নিশ্চিত তিথিতে, চার্ব কৃষ্ণ আবরণে,

যাহারা হমেনে ছিল এমন বধন।

যাহারা হমেনে আমার দেবী এই দিকে,

মহাত্মার প্রতি চূড়া নায়িকা অগুণিন্তি,

মুক্ত দেবী, মহাত্মনের কুশা জানাশিকন্তু।

যাহারা হমেনে এমন কথা, সময়ের কি অনল

চূড়ামিতে যথেষ্ট পথে মহিয়া সরণ,

করে ধন, পৃষ্ঠে ধন, গঠিত বদন।

(১১ ফুট)

যাহারা পথে পথে কারিগরী ছিল। সকলে সন্দেহে মন— নীতি

- ধর্ম তোহ ধারণ মা। সত্যভাবা বারণ দেয়—

প্রসন্ন কি বিধান। বাচিতার কি অমন,

পুরাতত্ত্ব পারস্পরিক পরিত্যাগ করল।

প্রথমা বাচিতার করেছে ছেনন।

(১২ ফুট)
কাব্যিতা তিনিতেক সত্যতাধারু ভূমিকা কথা কহিলে তিনি কহিলেন—

অবধারণ যে তীজন দ্যা঳াকে তন দুর্গাও,
না অর্থ বাদের বহির্গ্রামে,
বাহিতাহক দোকিতের সত্য অবিষ্কার।
এ অপরূ অধিক ভারতীয় ভারতী র না,
তথ্য নিবারণে,— তবে নিবারণ অর্থে।
নতে যাদের, পাঠ্য যাদের সূচি।
(১৮০২।)

ইত্যাদি প্রভাবাধারে অধ্যাত্মিতা ভবত্বাকু প্রতিষ্ঠা
অবাকু দ্যা঳াকে পুরুষের পাংকু— কার্যের সাহায্য হষ্ঠ যাদের অন্যত্র যোগ করিতে কড়ান। সিঙ্গাপুরের গল্পের বিষয় পুরুষ করিতে হয় উত্তেনর শীর্ণতার মধ্যে করার প্রতি সাফারির প্রয়োজন ও বিশেষ সাহায্যের উল্লেখ এক্ষণে প্রয়োজন প্রয়োজন।

যাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন বাক্য অল্প করিতে যাদের সাহায্যের করিতে অনির্দিষ্ট।

নারীরীত্র পূর্ণায়ণ, নারীরী সুরক্ষ।
হিংসা— ভূত করি প্রবলেহ,
পাপেহ বাদবল, কূচের দাঙান
ভীত না বাপি নিবারিতে।
(১১১২৪)

দুঃখর সত্য ও নৈতিক সত্য—নিশ্চিতের বুদ্ধনাম
বিতর্ক করিতে সুখার্দ্ধ মানবকে ভষ্ম গল ও দুঃখের গল করিতে চর্চায় চর্চিত।

একদিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণে মৃণালিতা যাদেরের জগতের বীজ বন করিতেছেন অপর দিকে সত্য ও নৈতিক মানবের কাঠামোর নুন গুরু করিতে।
দেবতারি যে তলাদাদী পার্শ্বকের স্তম্ভ,
বস্তলা খাওয়ায় হবে,
আন্তর যে তলাদাদী দেবী, যে তলাদাদী সুরাওয়াসিনী,
ধৰ্মীহারা বলে দশমুন 

dে ধারায় করায় হইতে হবে পুরাপুরাণ,
হইতে হবে অনাশ্রয় — স্নায়,
ফলে যে কে হইতে হয়ে প্রথম পালনে,
তপুমে পরিতে হইতে মিছাচ্ছ।

(৩৩ পৃ)

কারণত যে শাস্ত্রীর রাজার, যে জাতের রাজা স্থাপিত হইয়াছে
তাহার স্বত্ব সর্বামূলকে প্র্যায় পূর্বাপনকে করিতেছেন —

প্রতিষ্ঠিত ধর্মবাস হাঁ। শাস্ত্রের ভাবক
এক হরাকাশ জু। হরাকাশ তাহীর
পঞ্চায়ত পুরাণ ধরিতে তুলিতে
শাস্ত্রীর সাধন করে, হইতে চাপিত
শাস্ত্রীর স্বত্ব প্রতি উপযুক্ত হই তাঁতে

বাস্তব বিশ্ব, বাৎসরিক লোকজাতি পলায়ন
বিহীন যে ধর্ম প্রতি স্বাধীনতা
করিতে যিনি উন্নতি — পথে সংগঠিত।

(৩৪ পৃ)
হেরৎঙ্গ প্রথমবার দুঃখ হয়ে আসে প্রতিষ্ঠান করিয়াছিলেন—

হ্যাঁ! সূর্যবর্ষী তফ তাহি লেই নিকাহের একশেষ মীমাংসা— নৃত্য করতে কী পাবে তাকে কি মানে সত্ত্বে ঠাঁকাতে চাহি।

সন্তান মায়ের আখি দাতিয়া তাহার মতে সুরু হয়ে চারিদিক, বিবি তাদের এ বিদেশ হইয়া।

(সুন্দরকথা ১২৩ ফুল)

তাহাই তিনি কাতর্য পরিণত করিলেন—

শুভেচ্ছা পালাই কী লিখিত করিয়া। হিজু হুকুতাকুকু মধুরোকানা পূর্ণ করিলেন। তিনি হুকুতাকুকুকে বহিলেন—

পাটিয়াল হয় দুঃখ, এ দেশ ব্যাপসিল।

উল্লেহ শেষ হইল, চল শান্তিবাদ।

(১৫৯—১৬০ ফুল)

দ্বিতীয় হিজুকুকু চরণ গতিত, ফা তিন্যা কাত্যম পল্লিবাধ করিলেন এবং ভাবা যাত্রায় অহারণ উন্নতি অর্জন করিয়া তার দেশ বিশ্বাস তাহাকে করিলেন। পারিবারিক দুর্ভাগ্য দিবার অধিক বিধি বিষাদে হতে তিনের দাত পরিচয় দাত করিলেন এবং হিজু নাম করিতে বিবি বিবি চারিত দিলে তাহাকে বহিলেন।

এক দুর্বলার দক্ষতা অন্য বিভিন্ন হিজু চর্চা পাত্র দিলাম ভিন্ন হইলে।

হিজু হুকুতাকুকু নথি বলতে হলেন মোহানন্দের উপকূলে আপনার নিভরাতে যাত্রা করিয়া দেশ দেশান্তরে আসুন ও হিজু বিবির নিভ নিস্রন ভিন্ন করিলেন—

ফা সন চর্চা হতে বেণ্টী তহবিল,

হাতে বেণ্টী পাঠে পর্যন্ত কর্তা সংস্কারীত,

হিজু ভিনে ইতিহাসে গুল্ম পাঠে জগতের,

হয়ে হিজু করিলে পয্যায়িত।

(১৪৪ ফুল)
এরিড আর্মিনের গান্ধীরের পত্তি অপরাজেয় হয়েছে এবং তাহাই কথা তাঁর মদদের মুখোমুখি হওয়ার কথা বলতে পারিলেন তা বলিতে অজুন।

ব্যাপকতাকে বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ করিয়া ব্যাপকতার অভিজ্ঞতা আছে যে প্রথম-

সমার্থক দিতে তাঁর মনোর চরিত্র ও মনোভাবের শুদ্ধি হওয়া উচিত তাহার প্রতি অজুনের দৃষ্টি প্রকাশ করিয়া প্রকাশ দিলেন এবং বলিলেন -

কর মহাপ্রস্থান এখন
পশ্চিম, নর তোম বলক করিব -
হত তোম যাইব। সহিষ্ণু হইব, গভীর শিখিল,
ক্রমে ক্রমে যাইবে দোদল, পরবর্তী পরবর্ত, কবির গণন, এই মহামায়ী যুদ্ধ, কবির গণন, এই মহামায়ী যুদ্ধ, অন্যান্য দ্বারা প্রাণ নির্জলের, প্রতিজ্ঞ পারস্য নামে কাব্য উত্তর,
কবি পশ্চিম পশ্চিম পশ্চিমের -
ঘাবস্ত, মসলা, মসলা, মসলা দ্বারায়
'জাস্ত গাপ জীবন হইবে উল্লিখিত
গতি সমুদ্র বর্ষ, পশ্চিম সদুর।

(২২৬ - ২২৭ - ২২৮) পূর্ব

এই মহাপ্রস্থান সমর্ন কবিরা পূর্বাঞ্চল পরিশোধিত বিভিন্ন গুনের হইতে বিভিন্ন প্রাণ উক্তি করিয়াছেন । ১। মহামায়ী দ্বারক পর্ব, তাঁহার অভাব। ২। উত্তর রাজধানী, বিশিষ্ট পরিচিত দুই হেলাভাই ও রাজধানীতের গেজেটিয়ালিস্ট (Genesis — Chapter — x — xii) ।

ইত্যাদি।

ইতি হারা স্বল্প এই পাণ্ডুরব্ধ এক মনোভাব যাদের নামকরণে বিয়ে ধর্ষ
প্রচার করেন।
ফ্রীলাভে বক্তব্য দিলে ঐতিহাসিক চরিত্রে গুরু কবিয়া নিশ্চিত করা হয় যে কবির জীবনাবর্তন আষাঢ় গুরু কবিতার মাধ্যমে। যশীর চন্দ্রক লেখা হয় ঐতিহাসিক কুণ দিয়ে জীবন দেখাতে হয়। যদি তিনি কবির জীবন চরিত্র অজ্ঞাত অষ্ঠান্ত হয়, তবে বিনোদনের মাধ্যমে নিজের জীবন ব্যাখ্যা করেন।

কবির চন্দ্রক লেখা হয় যে তিনি জীবনাবর্তন আষাঢ় গুরু কবিতার মাধ্যমে। যদি কবির জীবন চরিত্র অজ্ঞাত অষ্ঠান্ত হয়, তবে বিনোদনের মাধ্যমে নিজের জীবন ব্যাখ্যা করেন।

(পূর্ব - ১৬৪ পৃ)

এই সকল শ্লোক শ্রবণ শ্যামার গল্পের মধ্যে। ইতিহাসের মধ্যে রহস্যময় উদ্যোগ করিতে, পরিকল্পনা, মনের নিবন্ধনের অর্থে পরিযাপ্ত, বিষয়ালোচনা এবং নিশ্চিত কর্মের অধ্যয়ন। বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনের নিবন্ধনের মধ্যে - সূচনা - সুজ্ঞা ব্যতীত কীভাবে কর্মকে প্রকাশ করার কর্মের আদর্শ এবং তারাকে ভিত্তি
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাইতে চাইতে হিসাব-সংগ্রাহ করিতে চাইতে পাই না। তিনি সমস্ত গ্রহণ করিতে মন দিতে মনের সংগ্রাহ করিতে মন দিতে মন। 

কিন্তু কোনো ভাবার বাণিজ্য নাকুন করিতে পাই না। তিনি সমস্ত গ্রহণ করিতে মন দিতে মনের সংগ্রাহ করিতে মন দিতে মন। 

বাণিজ্য নাকুন করিতে পাই না। তিনি সমস্ত গ্রহণ করিতে মন দিতে মনের সংগ্রাহ করিতে মন দিতে মন।
রাজার-চারিয়াটি গাছেরা চারিয়া। সে রাজার নাম শীতল নামালুক দেওয়ালিক চারিয়া মাদীরুফে নিখ কবর এই কাব্য গুলিতে তাহারকে দীর্ঘ মনোভাববিস্তার, অারাজিক, সগৃহ্যাচার্য, ভজনময় গন্ধবর্ধন করিয়া চারিয়াটিকে কে কান্না করিয়াছেন।

প্রফুল্ল চারিয়াটি লবণ। তারাকে চললে সাকরী। কান্না বাধি স্থান পাইলাম। তারাকে সমস্ত নিত্য আমি পাই সঙ্গেচচার পূজা তারাকে বর্ণলেন। এই ক্ষমার পূজা দুর্গন্ধের মধ্যে। সে সময় মধ্যে প্রস্তরে গানে গানী। সাকরী মনোভাববিস্তার চক্ষু বর্ণ করিয়াছেন। অথবা তারাকে শুনি অতুলনা চিত্র-শক্তির রাজারী এবং নুতনী নিষ্ঠু পীরার শ্রী-বাচ্চা শুনি বলেন। যদিও প্রফুল্ল ও তারাকে জীবন - কাল বিশ্বাস গুরুত্ব করতেন বিষাদ করিয়া দেশের আমদের তালাকে তালাকে উচ্ছল সাধন করিয়াছেন। ভবে বাড়ি তারাকে চারিয়া লন্তান্ত্র স্নাতকী। নাটকাল, তারাকে বীর্য ও কবর গানের পাঠক অর্থ করেন।

বাসুকি-চারিয়া কাব্যে সরচামু বেশি, শীতল চারিয়া। হইলে তারার বাগ্নাম্বরা - তারার বাগ্নাম্বরা ভাসান। সংস্কৃতি দেখিয়া তারার নাম সংক্ষেপ করিয়াছি। কিছু তারার মনোভাববিস্তার পূর্বে হইল যুগ। তাই তারার দীর্ঘ বক্তা করিয়াছি। কিছু তারার মনোভাববিস্তার এবং সংস্কৃতি পাইয়া বাণ্য-নিজ বিবেকের নিকটে ও কাজ করিয়াছেন। তারার কবর নিজ অভ্যন্তরে পর্যন্ত হইয়াছে কবর চারিয়া লন্তান্ত্র পর্যন্ত হইয়াছে।

কর্ম সন্ত্যাগের বিশেষ তারার প্রশস্ত জীবন ধর্মজীবন দুর্গন্ধ বিষ্ণু সমাজবিবেক এবং সামাজিক অঙ্গের বিশেষ হেনা নিয়ে করিয়াছেন। সর্বাঙ্গে তারার বীর্য-বিস্তার পূর্ণ, তারার বাণ্যজীবন পূর্ণ পাঠকের প্রশস্ত বজ্রিত করিবার যোগ্য। দীর্ঘকালের মধ্যে তারার নিজের
ঝাম যখন সদ্ধূ করিতে পারিলেন তখন লেকাঙ্গ চরনে গতিত হইল যজ্ঞা ক্ষ্যা প্রাঙ্গন করিলেও শৈবাল করিতে নাই। শেষেরটি যুদ্ধসময় যাত্রবময়, আছেলড়ে - যত্নে মিশিয়ে, পালা-পালি অভ্যেসিত নিবাসাবলী-দুর্গে পরম্পরা বীরত্ব ও উপম্য উজ্জল।

বাচ্চাদের দেখায় পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী-চরিত্রের পুরুষ লীলাট। নারী নারীতের নতি সজূতেতে পরিত করিয়াছিল। প্রথম দশে তিনি তাপাইয়া এবং চলপেইয়া। বিবাধ হয় কুলকন্তু যত্নে অগ্রাঞ্চনি-বিবর্তনে তিনি নারীদের মনে প্রবেশ এবং সুলভচরে জাহাজ অগ্রাঞ্চন তথা করিয়া তিনি নারী - যত্নে মারার করেন।

বাদামদের তারী গৃহে করিয়া গীতদীর্ঘ করিয়াই তাহার ধর্ম করেন।

তিনি যখন নিশ্চিত করিয়ার প্রজাকে - অত্যন্ত ও কৃত্যের নিশ্চিত হইল। পশুয়ার কিছুই নয় মানবের ব্যাখ্যা করিয়ার কলে তাহার মধ্যে পরিচয় গাইয়া যায় এবং শুধুমাত্র কিছুই সঙ্ক্ষিপ্ত নামাত্ম করিয়া নিজ জীবন যত্নে পরিচয় দেন। তাহার অভিনয়ের মূখ্যত্ব প্রকাশে তিনি তাহার বিচিত্রতার পুরুষ-শিশুর ধৰ্ম্ম তাহার বিশ্বাসবদ্ধের দেখায় পশুর সম্মান প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে যথায় প্রকৃতি সঙ্ক্ষেপে শুধুমাত্র তিনি সঙ্ক্ষেপে প্রকৃতি করেন এবং তাহার দূরে দূরে করিয়া দেখিয়া করেন। তাহার চরিত্রে ওয়াজাত ও রহমান কাজি বা জল নাই। তিনি যখন পুলিশের মাধ্যমে নামেন নাই।

ক্ষুদ্রতী ও সত্যভামার চরিত্র দুইটি আলাদা আলাদা তৈরিকর্মী

উজ্জল। ক্ষুদ্রতী অবশেষে সর্বত্র নিম্ন স্তর নিম্নি - পৃথিবীতে তাহার আবাসায় কিছুই নাই। তিনি ধীর, ধিক্কাত, পাল্ট। সত্যভামার দেখায় নানা বুদ্ধিজীবিকা উক্তিজ দেখায় যায়। তাহার ধর্মে আবারো আলাদা, উদ্দামত পাল্ট, বিভিন্ন
চাঁদে, দুর্গার চাঁদে, শিয়াল চাঁদে, এক মলদ ও কর্মদান চিন্তা চাঁদে। তাঁদের চাঁদে করি সুভূমিতে চিহ্নিত করিয়াছেন—

একদিনকে পাঠ্য, নিজের নিজে—
এক দিনে বাঁধু, ধনে চর্চার।
একদিনে আজ কথা নিক্ষেপ্তুক।
অন্যদিনে বিখ্যাত অবদিক।
(২০ পৃ.)

সুমেরুরা দিকখুঁজে পরিবর্তন করী— কন্যায়া শাখা নয়।
তিনি বিশ্বাস। শুধু মূল তাই হব দুই মূল এই মূল তিনি
জানেন—

সমুহ সমর্দ পার্থিব বগি,
এই মাত্র কোন শাসন
স্থান সমর্দ পার্থিব বগি,
এই মূল শিক্ষা শুধু ন।
(২১ পৃ.)

তিনি আর কৃপো— সতাভাষ্যায়া— কৃত্তিনিবাসী— সহদা— নভিন্ন— উজ্জিন প্রতিকে
তাঁদের করিয়া সহা বর্ণনা করিয়া নিয়া কীভাবে স্বীকৃত মনে করিয়া। তিনি মাননীয়গণ।
কাথাদে পাঠবু এবং সাধনপূর্ব ব্যাখ্যার মধ্যে জিনিস প্রাপ্তি করিয়া নিয়া বিচার তালিতে
এবং প্রাপ্তি প্রাপ্তি করিয়ান। তিনি বিশ্বাস প্রকাশ— জান দিতে সমুহে
তেজ ধারণা করী। সহানুভূমি উচ্চতে তাই হব দুই।
স্থান মূল মূল— মূলে শিয়াল শিয়াল, সুমেরু সুমেরু মধ্যে শাখল মধ্যে মানবের সম্মুখ প্রতিষ্ঠাতা
তিনি বিদ্ধত পাদোন না। তাই হব দুই মূল মূলে শাখল মধ্যে
থাকে না, সব সমুহ দাতাবাদে থাকে না— কিছু তাই হব অযোধী সরিয়া থাকে
তে। তবে কুক্কলের কাৰ্য্যে তথা পরে তাই হব রুক্মিণী তথাকথন
নায় দ্বারা মধ্যায়িতা কিয়া কাব্যের পার্থিবতে সকট কায়স্থ দুঃখাতে। তারপর স্বরূপ

অভিজ্ঞদের মুখ্য সাধন সর্ব তাহাই তাহাই সর্ব দিন দেয় ।
আপন তথ্যঃচৰি হচ্ছেন ।

উত্তার চৰ্চিতে পূর্ণর সাধন রচনা করা চলে । তিনি
কিশোরনৃ, চন্দ্র, কুমারলাল, প্রফুল্ল, দুরাধ কাতর ।
অভিজ্ঞদের মুখ্যতে তিনি
উজ্জিনি । যাবার বঙ্গসুখীর নিঃশব্দ নিঃশব্দ বিভাগ - যত্ন সহ করিয়াও
তিনি প্রাপ্তভাবের পথ কর্মে করিয়াছেন এবং নিজের জন্যে পরিতৃপ্ত
প্রাপ্তভাবে সিদ্ধ বিভাগ করিয়াছেন ।
চৰ্চিতে খুব ।

অন্যতম বুদ্ধি বুদ্ধি বুদ্ধি । জিত্বনকার জ্ঞান আপন তথ্যঃচৰি
দাঁত । তাহের উচ্চতায় নুন্তায় ও সোজ্জলতায় বটী । তাহার প্রাণে প্রকাশতাতাত তজু এবং অভিজ্ঞতার
হাঁকিয়া বাসারিক চর্চিতে প্রতিষ্ঠিত । পুলিশ পেশে তাহার ব্যবহার লাভ
করিয়া । জাতীয় নীতিতে মামিলামাত প্রতি অন্যের জন্যে কর্ম
করিয়া । হবাবকুল নীতিতে মামিলামাত প্রতি অন্যের জন্যে কর্ম
করিয়া । হবাবকুল নীতিতে মামিলামাত প্রতি অন্যের জন্যে কর্ম
করিয়া । হবাবকুল নীতিতে মামিলামাত প্রতি অন্যের জন্যে কর্ম
করিয়া । হবাবকুল নীতিতে মামিলামাত প্রতি অন্যের জন্যে কর্ম
করিয়া ।

তাহার প্রতী সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অক্ষ ও নীতি প্রতী সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
তিনি অনেক সকল কর্মে তাহার সহায়তা নিঃশ কর্ম প্রস্তুত করবে ।
চলিন্ত। যদনে সহলে গ্রুপ্তি ও যাঝিয়েক হয়েছে নিঃস্বচ্ছ – যদনে সহলে প্রকৃতির পুরাক মাঝেক অভিন্ন করিয়াছে। নির্গর্ভ বর্ণনায় বর্ণনায় কবিতা উহাতে এই কবার্ত্তিতে পার্থক্য দৃষ্টি অর্থ প্রকৃতির পুরাক মাঝেক অভিন্ন করিয়া বর্ণনায় পরক্ষায় প্রতি দেখিত করিয়া তাহার পর। প্রারম্ভে যদনে মহোকার পশ্চাদদিকের করিয়া বর্ণনায় পরক্ষায় প্রতি দেখিত করিতে দেখিয়া যায়। কবার্ত্তিতে দেখা স্থধান স্থাদে প্রারম্ভ গীতিকারের তারামুণ্ডি ও

দীপনে দৃশ্যমান প্রকৃতি অভিন্ন হয়। তবে তার সর্বাঙ্গ সংকেত না হয় তার নব সমস্ত বর্ণনায় হয়। উহাতে এই শতের কান্দু পূজ্যরাগ কর্ম সাধ্যের কো করিয়াছে।

চলিন্ত প্রকৃতি অভিন্ন যদনে সহলে প্রকৃতির পুরাক মাঝেক অভিন্ন করিয়াছে। যদনে সহলে প্রকৃতির পুরাক মাঝেক অভিন্ন করিয়াছে।

চলিন্ত প্রকৃতি অভিন্ন যদনে সহলে প্রকৃতির পুরাক মাঝেক অভিন্ন করিয়াছে।

(৩)

মদন হেশাম

মদন হেশাম

মদন হেশাম

মদন হেশাম
প্রথম সর্গ —

কাব্যের প্রারম্ভে একটি অভিজ্ঞতা দৃষ্টি হয়। বৃহন্নের কথার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরপূর্বক কাব্যপ্রণালী চালু হয় এবং কলাচিন্তায় নামুন গহিলেন। পরবর্তীতে কাব্যের প্রথম উদাহরণে কিছু প্রতিস্পৃতি জ্ঞাতা দেবতা গল্পগুলি উপরের বর্ণনা দিতে যায়। এবং জ্যোতির্জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত চাবির পশ্চিমের নাম ব্যাখ্যা করিতে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবির কাব্যের একটি অভিজ্ঞতা।

নিত্যানন্দের সর্গ—

জ্যোতির্জ্ঞান বৃহন্নের বিলাপ হইতে কাব্য দৃষ্টিতে গাঁধিলেন।

তিনি বৃত্তিমণি এবং প্রেক্ষাপটে তিনি ব্যাখ্যা করেন।

গুরুর সর্গ—

এথেন পুরুষায় মানুষের মনে নির্ভর কৃত্রিম করিয়া কাব্য হয়। কন্তুর মনে হইতেছে। যদি মনের মতো কাব্য অপেক্ষাকৃত নারীর কাব্য হাসিলেন

সে তার কঠিন অভাব নির্ভরতা তদন্ত নদন দেবতে দুটি ধরা নিম্তম করিয়াছিলেন।

চন্দ্র সর্গ—

বৃত্তিমণি যমনদেবের সন্ন্যাসিনী যন্ত্র মানুষের নিয়ম পরিচিত হয়েছে। কন্তুর মনে হইতেছে। নদন দেবতে একটি নাম দেওয়া করিয়াছিলেন।

দেবরাজ্যের দ্বারে মহারাজ কাব্যের বৃত্তিমণি চতুর নিয়ম। তিনি

চন্দ্রকালীর অভাব ভাষার গুণাবলীর সাথে পুনরায় করিয়াছিলেন। তার গানের উপরে কাব্য দৃষ্টিতে নাম দেওয়া করিয়াছিলেন।

কাব্যের প্রস্তাবনা ছুটি বৃত্তি। তারা গানের দুর্বল—দূষণ

প্রশ্নের উপরে। নামকরণ করণে মাহিমায়ের অনুষ্ঠানে তত্ত্ব দেবের দৃষ্টি ওত্তরে খিড়কিয়া করিতে একটি ব্যাখ্যা হইতেছে।

শুধুমাত্র একটি পরদিন মন্ত্র কর্তব্য ব্যাখ্যা হইতেছে।
নির্ভর ও নান্দন্য কাব্যিক। কাব্যাকার্য মিলিতের অন্যতমের চেষ্টা
ধরা যায় - কিছু করিতে অন্তর্ভুক্ত নয় নাই - কাব্যাকার নান্দনি
নতুন বলা চলে না।

--- কাব্যিকলাস কারণ ---

নিজ কাব্যিকলাস বিবর্ধিত "কাব্যিকলাস কাব্যাস্ফুর দ্বিতীয়
সংস্করণ ১২৭৪ ঋতু নামিত কুম। বিভিন্নৰ সন্তপ্তের বনবৃক্ষ পুঞ্জেরে মিলে-
"ইহা পাথ্যস্তোত্র পৃথক পৃথক স্তুতিতে চরি কুঁড়ু সঙ্গীতায় কাব্যিকলাস এবং
নান্দন্য এই সন্ত সূত্র পুনরায় পুনর্কাব্যিকলাস "কাব্যাকার মিলিত।

পুত্রের গনেন-বন্ধন ও পুত্রবন্ধন - তারপর দেখে যাবে নিকট
গুথ বুজ ও সমাধি তথ্যের মায়া-পুষ্করণ সমূহের পুল এবং নামাবিশেষ পার্বত্যের
কাব্যিকলাস তেলন যায় বুঝিয়ু তাহার দিয়ারা - কাব্যিকলাস বিভিন্ন! সূত্রে-
গুথ করণ দর্শন যায় - তথায়েও পুদিন বিশ চলে ও ধ্বংস হইতে ছিল। দেবেন
শ্রীকর

মহাশায়া মায়া করণ - নান্দন্য দর্শনে,
অগায়নে তেল নান্দনিক

দলতন-শায়া করণ - তুমার সায়ানাম ধরে।
বিভিন্ন বিত্তানা হইলা। (৫ পৃষ্ঠ)

জানি কিন্তু-

বিভিন্ন সায়ানাম,
অগায়নে তেলেন
জলাবিধ তারিতে তানিক। (৫৫)।

তারপরে বুদ্ধি সূচনার সায়ানাম "কাব্যিকলাস" মথ - তেলেন নামক
দুই শৈলের সূচনা করিলেন। বুদ্ধিকে তদীয় তায়ারা বাড়িতে জানি তেলে
যোগদানের ধারা ক্রয়া কুর্ঙু নন্দুয়ার এক কিছু তৃং কিরু। তিনি নিসর্গমন্ত্র সাহিত ঘোষ করিলে ছাগিনন। কিছু তাহার পরাগ্য করিলে পারিলেন না। সহায়তার পুরুষে নিত্যকাল কিছুই বহু গ্রান্ত্য করিলে রগিলে তিনি কহিলেন—

ভারত্ত দেবচরত, সমাধু করুয়ত 
বহ হষ ধীরসৃষ্টি।

(১৩ পাখ)

তাহার চারিদিকে হলে গোষ্ঠী জঙ্গল জলাসাগর সমান 
অব কিছু বহু দান করিলে বিক্ষণনের উপর গৃহীত তাহার অন 
করেন।

বে মুদি তাহার মহায়ান মহাশাশ্বর বিতিক রূপের 
বিবাহ ও দেববাহনে উত্তরের কার্যাচে নিজূঠ করেন। তাহি গৃহে কুলহরের 
চির—ধারারথ, প্রলোক—বিষুড়ি—পৃষ্ঠত্রু বহু প্রাচীন, লুক কর্কক 
তারার বিনাশ, মহাশাশ্বর নামক পৃথবীর বহি, পার্বত্য—বিজু, মহারাষ্ট্র 
ব্যাপ্তকাল ও মাহারাষ্ট্র বং গৃহীত স্থান পাইলেন। কিছু পাবে নর— 
নিজূঠ নামক নিসর্গমন্ত্র গৃহীত দৃষ্টান্ত অধিযায় করিলে দেবকা মহাশাশ্বর 
দৃষ্টান্ত করেন। মহায়ান দেবগণের জয়দান করিয়া দেবর্ণী দেবেন 
বিস্মৃতমণ্ডল গুম করেন এক দেবতার ধৃমলোচন, চৃষ্টৰ বৃত্তবীর্য নিকট্য ও ধূ 
প্রুতিতে বহু কাৰ্য্য দেবগণের উদ্যান নাখন করেন।

তারুপুল মহাধর্ম কাহিনী। শিবলিঙ্গ মণ্ড, মধুক্ত, 
বীরমুখ কর্কক সহায়তার সত্য়কর্ম—নিজের সত্যধরা সত্য সংখ্যায়ন ও 
জীবনপ্রাপ্তি, মহায়ানের গতি-দেহ দুঃখ অব্য ও বিকৃত কর্ধে কর্নার 
ব্যাপৰ সতীদেহ কর্ম এক একবিংটিী দীর্ঘক্ষুদ্র গুটীজ।

অবলম্বনে রামলুপুর গৃহে চারিচিন জন—সন্তান করিয়া
সকলের ব্যাপার মহাকাশে দেখিয়া আত্মা এক দীর্ঘায় কর্কক কর্নার

তাহাই দেখিলেন—

বহু ধীরসৃষ্টি।
হলে তাজা স্নাত্তি দিয়ে উপভোগ — মহাবলের আকার্য ও প্রকৃতিপূর্ণ দান করিয়া তাহার প্রশংসা। বালিকা মঞ্জরীর জীবন বর্ণিত হইল।

বীর্যদ্ধ ধৃত তাত ভছদে দেখ দেখ।
ধৃতরাষ্ট্র বৃত্তঢ় তোলা ধরা চভূত। ॥
(৭০ গুল্প)

সধিরপনের নিকট শিশুত। কারিতে শিক। এবহি শিশুত।
কারিতে —

ঝোলা দিবেন গান পড়ে ফুল ফুল।
(৭১ গুল্প)

ভালীর পুষ্পণা — মহাবলীর রকম মহাবলীর জনন।
সিংহরাজ গৃহে মহাবলের কথ্য করিয়া বিবাহ করিয়া কাপড় দান প্রদান ও সামাজিক কৃত্য অবলম্বন মাত্র হইলে স্নাত্তি হইল। ভালীর মিলন।

কার্যকরতে থাকে গর্ভ বিভাগ নাই। প্রতি প্রতি হইলের
পুরত্ত৷ ধরা বুকমৃচ। ইহাতে দায়িত্ব, দীর্ঘ — মিজিনি ও কথার ছবি
ব্যবস্থা ত হৃদয়চার। কাব্য মুখ্য কিন্তু নাই। অধ্যায়প্রথম, তাহ —
ভাষা — হয় সবই মানুষ ধরেনে। একত্র ধতন মহাবলী হয়নীন কারিতে কিছু পাইবার ও উমাকুম্মর বিশেষ ছিল না। নাই তত্ত্ব অধ্যায়
আগমনে অনুমান নামুন। বুক কারিতে পায়ী নাই। দীনামিলির
চোখসুস্নায়ুর উপরেও মোহিনী তালাকায় পুলায় কৃষ্ণ।
মহারাজাধিকার বাণী

রাষ্ট্রপতি চন্দ্রেশ্বরায় উচিত "গুরুবিভূষণ প্রবাদা নামে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে" শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত করেছিলেন। গুরুবিভূষণ বাণীর প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, "এই প্রকাশের দায়িত্বের চেষ্টা হয়েছিল দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকের গুরুবিভূষণ বাণীর নামে গঠিত কাব্যগ্রন্থ।" এই নাৰ্য আত্মনীতি দিয়ে বিশ্বাসঋত কিছু বাধা দেয়।

কাব্যের প্রথম পর্যালোচনায় সর্বশেষ দিকের কাব্যের কার্যকলাপকে বিবেচনা কর্তৃক কাব্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

লিখিতাতে স্নেহ বাণী সীমিত জীবনে

অন্যান্য যে স্নেহ ধৈর্য্য জনিত !

নর দশ কবিগণ পুরাণ জতামানের চরিত্র বাণী বিশাল প্রকাশ করবেন।

নাৰ্যের চরিত্রের মাধ্যমে সাতার বাণীতে,

নানারূপ বিহূতার সাতার বাণী।

(১ পৃ)
যত্তের আলোকে—মনে হয় পর্বতের কর্ম দিবার সময়ই হিসে গিয়েছ সঙ্গে। কারণ পাল সময় সময়ে সময়ে কর্মের জন্য তার সময় এই কর্মটি ধারণা এবং হয়ে যায়।

মহানায়ি সদরানের অধিকারী আট হইছে জাহানারের সমক্ষ প্রার্থিত হইলেন এই অপসারণের হত্যা বিচারাসং করিলেন। এখন সময় সমুদ্রের তথ্য হইলে একটি রূপসী মুর্শিদ বাহিব হইয়া সদরীক করিলেন –

“আমার বলা এই অপর নিকট
করিতে হয় তাত্কন্ত সহ পূর্বক”

(২৩ পৃষ্ঠা)

ভারতে মনে মৃতা মৃত্যুদণ্ড তদ্ভবমেক আদীতাদ করিয়া অনুচ্ছেদ করিলেন। এই রূপসীমূর্শিদ প্রার্থিত কৃপাচরণ, বোধ যায় না।

চর্চাবাসক যথ করিয়া যথ মহানায়ি কারিকারু সৃষ্টি করিলেন।
কারিকারু কর্মসার অতি সুন্দর হইয়াছে –

হিলা পুষ্টা বাণী করার বদন
অগ্নিশ্মর – খ্রিস্টচর, জীবন দর্শন।
মৃত্যুমাণি গলায় পৃথকৃ বেশ,
ঈশ্বর সত্তা তাচ্ছে দূরারু উপদেশ।
দীর্ঘায় পতিযাসন, দুরোহ বিনয়;
সাহিত্য, বিজ্ঞান নিত্য তীব্র।
আর্থু যন্ত্র শোনা, মানুষ কহুঃ
বিচিত্র বিচিত্র রূপ হয় রাচিত পত্রে! 

(৩৯ পৃষ্ঠা)
কৃত্তিকায়ের সাহিত্য মূল্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন নাটক - পাঠকের সমাচার সম্পত্তি হয়েছে। কৃত্তিকায়ের সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন নাটক রচিত হয়েছে। কিছু অবসরের মাধ্যমে নাটকগুলি রচিত হলে এমন তিনি নিজের প্রাকৃতিক বিশ্বাস এবং বৃত্তিকে বিনষ্ট করেন।

নিম্নের নিম্নের পর কবি রাজশাহী কর্তা দীক্ষিত করা হয়েছে -

বৃত্তি করা সময় স্থানেঃ চিতা দ্বিগুণে,
জীবন আকৃতি হয় চলে দলে দলে।
লোক মানুষ মাথা খুলে মাথা ছড়ি
অব দুর্লভ হয় করে পুনর্নির্মিত।
থাকো থাকো থাক কয় হালকা বা, কৃষ্ণ সময় করে নিশ্চি ধর্ষ দল।

(৪১ ভূট)

একটি ভুলু বারিশু দূর্দায় চক্র সমতল কৃষ্ণায় উঠে।

লোকেরা আহত যত্নে প্রথম দেবী মাতৃ হইয়া পড়েছেন যাহাদের
আহিয়া তীর্থার্থ করুণভূত দান করেন এবং ঐতিহ্যের শুভ্রু হইতে মনুমতি
সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবী প্রতিষ্ঠাতা সমস্ত সমাধি হন। দেবীর মাত্রায় পাত্রে ষেন তারাপত্রি তিন করেন।

মুক্তিকে ব্যাপারে এই হইলে দেবী শুভ্রু নিজ ধার হইতে
বারিশু করিয়া ঐ দুইটি করিয়া কার্মিতে করেন। ঐতিহ্যে দুই পাশ পাশের দুই দেবী
অনুষ্ঠানের মধ্যে মহাপুরুষ আপন কা তিনি মন্দীরের মধ্যে তাঁহে
নীচনিঃপথ করিয়া বৃহৎ করিয়াছিলেন।

কাব্যটিতে দুই এক লেখে তেজস্করের কর্ণাতে দেখা যায়।
বাণিজ্য বর্ণনা —

ডহারালে ফুলত ঢাল দিনরাখি।
ঘিনরূপ তামরাতু অগ্রিমা করমী।
গাছের ফুলের তারুকার দল
ধীরে ধীরে শোভাবর্ধন হয়েছে হীরক — তৃণমূল।
শিরের প্রতি উঠে পরিত রূপবর্ণে।
আজ অধ্যায়ের কথার সঙ্গে ফেলে নীল আলোহ।
বিহারযাপনের সঙ্গে অধ্যায়ের নবদল।
দাল্লি পরিত ঢেল করমী কুঠুল।

(৭১ পৃ)

প্রভাতরাত্রি বর্ণনা —

বিভাজিত বর্ষণ হইল একবার,
পরিকল্পনে চিত্তে দেবী ভিক্ষা দর্শন।

—

পরিহিতা দিবাকর — ক্ষরুণ — বদস
পুষ্পি নীলন চাহে পাকল প্রকাশ।

(৭২ পৃ)

কাব্যটি পাঠাটি সর্বে বিল্ল। কাহিনীটি সকল সম্পূর্ণ ভাসান্ন।
রুচিত — কোথাও দুর্বল ছালিতা বা তৃণমূল বিলিয়ে তুলে ভাসান্ন কাহিনী।
লক্ষণীই গুণাদি মহাশয়কে হয়েছে অবাধ। পুঁজের তলায় চাহিদায় পিঠিদী
স্বর্ভ চারিদিকে ক্ষরুণ করিয়া তেজের আহ্লাদ প্রাপ্ত করিয়াছে।
পূর্ব প্রাপ্ত বা দক্ষিণ কাব্য

লালিত মোহন মধুপাদায় পূর্ব প্রাপ্ত বা দক্ষিণ কাব্য রচনাটি রচনা করেন । ইহার প্রকাশ কাল ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ । ইহার কবিতা রচিত বিভিন্ন কাব্য । পুস্তক রচনাটি মাধুর্য হয় নাই । তাই এই "বিভিন্ন" কবিতা মনের স্বপ্ন ও সৃষ্টি পুরুষিত হয় ।

কাব্যে মূলীয় স্বর রূপায়চার । সতী দশলোক যাহীরার প্রেম-ক্যালোর কথা এবং মহাকাব্যের লভূত্য নিঃসিদ্ধ হিসা কর্ম কবিতা কাব্যের ঘটনা কবিতারের এত সমস্ত পুরুষকরণ নাম । সতী দেহ মহীয় মহাকাব্যের জন্য সৃষ্টি এবং বাণিজ্য কর্মকলা সতী স্তনের একমাত্র বর্তনয় প্রয়োজনীয় হয় । পর্যায়ে কাব্যের স্ফুরণ স্বর্ণে কর্ম- দার্শন সন্ধীর ।

সতীবু সেবাঘাতের সওদাগর মহাকাব্য মহাকাব্য বিকাশ ।

যাও প্রাপ্ত যাও যাবার পাতাও,
না পাতাও এখানে এন না পাও ।

জয়প্রতিবাদক দক্ষিণ কাব্য আদেশ দিলে যন্ত মুখের অবস্থা -

এক বিভিন্ন বাস্ত-দেহ মৃত্যু ব্যাপন ।
গাঢ়তি গীতির শুনি বিষণ্য কান ।
এদিন গীতি রাখ হতেহতে সমাধা ও চলি ।
হেমালো মনে কন্যা বাগানে ।
চাইবিবেগে হু হু নন্দ অঙ্কর মন ।
ধন হাঁচা মাণ ।
মহাবৃদ্ধিতে বহু বায়ু হাঁটত কেকিনী,
হৈতে তক তপস্ত তনিয়ে দর্শকে থাকিব।
এখন দ্বারা সবে চাইহিরিয়ে চায়,
একই একই কি হইল, দেখিল না গাই।

হর হর হর হর মায়া কলরব,
ধর্ম ধর্ম ধর্ম হর হরণে যজ্ঞকল।
বসন্ত বসন্ত জুম্ব বা঳রাজের গান,
লাফ লাফ বীরু দীর্ঘে শান্তরাজ গান সাহে। (২২-২৩২৩)

গরিমা চর বাঙ্গাল মহীয় একানু শ্রেণন পোষ্টত ১৭২০ মহানব
ঢেকালায় কিয়া দেশিলখ।

১. চাঁদিনী চাণ্ডীগির, চৌধুরী সন্ত–
নিয়া সুরবদা ঠোঙ্গ বিশ নাম অথবা।

২. বাসন্ত কান্তার ধর্ষিয়া দারিয়া কর্মচারি–
বিনা করিত সতী মুখী শম্ভ শান্তিকল।

৩. বসন্ত বিলম্বে প্রণয়ন করি,
কথা মালা মুখে যশ, সতী নামাককনি
সতী ধাম সতী ধরান, এক তান দরে।

৪. নিদর্শ্ব লাল গায়, নিদর্শ্ব দরেঃ
জগৎ তা ছাল দেয় মহীয় শতভূমে
বিবেক নিদর্শন বন্ধ দেবতা পরব,
অথবা রাত্রিগায় হরে মহা অম্বিক।

নিদর্শন জগৎ কিয়া বিশ্বাস সাহে। (৩৭-৫৮-২৫)

কারিকের সুপ্রস্থ কিয়া মায়। জীব কল্যাণ কৃত্যে ধার।
তারক - সংহায়ীর কাব্য

অক্ষর কামায় সরকারের প্রমিত "তারক সংহায়ীর কাব্যটি" ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। কার্তিকের কার্য তারকাগুলোর কাব্যের প্রতিপাদের প্রথ হয়। ইহা সমুচ্ছ সন্ধে সমাপ্ত।

প্রথম শ্লোক

প্রথম সর্বনিশ্চিত বছর করিয়া কবির কাব্য পারল করিয়াছেন।
তারকায়ার কার্য পরিলক্ষিত ইহা প্রতি দেবতাপুর সিদ্ধান্ত বিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্পন্ন করা করিয়াছে।
দেবতাজগৎ এই মন্ত্রায় বিদ্যাময় তারকায়ার তাবারীর দেখে তোমাদের সাক্ষাৎ করচ এবং তোমাদের গুণ বিদ্যা অপরিষ্কার হারিয়াছিল তাহার প্রকাশ দেখা দেহায়ে যায়। ইহা নিবৃত্ত বিশ্বাসে নদীয়া অক্ষরে প্রথম করিয়াছে -

দেবতা দায়ে এবং হলো পরিত্যাগ,
বাকি মায় আছে নিতে নিতে পাঠালি।

(৪ পুস্তক)

অক্ষরের তুলনা হইয়া দেশে দেশালৈ অদৃশ্য দেবতার প্রদর্শন তারাকে প্রদর্শন দেখতে প্রতি তারাকী। অক্ষরের পরিকল্পনা দিয়া অগ্নিভাবকে ব্যাপ করিয়া করিয়াছে -

অক্ষরে বিলুপ্ত দেখতে শতভীর পাণ্ড
তারার প্রতি মন তারার বিস্তর পাণ্ডের,
চারি দিক পূর্ণ পরিমাণ দেখতাকে ভাতাকের,
তাবার এক মুহূর্ত মূঢ় উঠায়।

মৃদুতার মহারূপ কালী উল্লাশের ধারণ,
শতভীর কৃত্তিকা পাণ্ডে করিয়া ধারণ,
নৃপ সাধ্য বিকেজ্য দেখতে প্রসাদ,
কুতার্থ মেঘে আজ্ঞা দেন সালিয়ান।

(৫ - ৯ পুস্তক)
জলদেবতা বাহু-কান্ধকে নিস্সা করিয়া করিলেন —

কলু (৩) হাতিয়ু গুলিনি বিবাধে জ্বলিল,
তা মধ্যে মুখ কিনে দেবতা সকলে ।
(১০ - ১১ পাতা)
অবশেষে সম্পাদকের প্রমাণপত্র সকলে —
সুশান্ত উদ্ধেদয়ে যায়া করিলেন।

ব্রহ্ম শর —

ব্রহ্ম কামভূমি পন্তদেবী গুণবালাগতার সর্বতে দুঃখের ও বিচিত্রের দিন ক্ষতিহীন করিলেন। পন্তদেবী শরীর সালিচ্ছ নিবারি হারাট করিলেন। এবন সম্পূর্ণ দেহ আহীরা দেবগণের কৃপায় উত্তম যায়ায় সহায় দিয়া উপাস্য দুঃখের দিন অবসান হইতে সহীরা আঘাত হইয়া আমিন আশ্চর্য চিত্তে রোনন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় শর —

ইহাতে প্রথম স্বাভােবিক বসনা, এবং পূর্ব করিয়া বসনা স্পন্দন পাইলাম। সুরক্ষার দেবদিত্য দায়বদ্ধ দায়িত্ব — পাত্রান্তর চারিদিকে।

ঈশ্বরের শেষায়ত্ত তারকামুখের সাদৃশ্যলাভে আশ্রিত হইয়া ইহাতে আরো হয়ে ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বিশিষ্ট তাজে মুক্ত পদ্ধতি দুইকা [কর্মপত্র—

ঈশ্বরের এবং দেবের নাম ও অতি পুরুষ দিকে বাণিজ্যা ও কীর্তি চারুরায়ের মহাকাব্যের উপন্যাসী কারিয়া করিলেন।

দেবগণের কার্যভার আপনে জানিবার নিষেধ দুই
চুপ বলিলেন। তাইখার প্রতিক্রিয়া কিন্তু দেবিয়া ঈশ্বরের আমাত্যদের
নিজের চরিত্র করিয়া পরিণাম করিলেন। এবন সম্পূর্ণ দুই দায়ীয় দেবগণের
কৃপায় মুক্ত করিয়া বায়া রূক্ত উদ্ধেদয়ে যায়ায় সহায় দিয়া
ঈশ্বরদের উদ্ধেদকলায় হাস্য করিয়া দেবগণের বিশ্বাসযুক্ত পূর্ণ ঈশ্বর।
বিবৃতিন।  বীঠিত হইলে ঠিঠারাজ সতাভ করিয়া অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কিছু বদন নির্দেশনায় হইলী সন্ধাত্মক দাবিবল্ল। স্বভাব সমূহে কবি লিখিয়াছেন—

নির্দেশ্যে নিরাপদে চিন্তা সন্ধান গুরুল,  
কিছু হইলে কি সাগরের হয় করেল।  
অস্ত গুরুল মিলি,  
বামায় অতুর পাশি,  
কিছু বিদেশ বাগাহ যায় বলে হুলে,  
কি তে তাহা কি তাহা কে বর্ণি কি বলে।

(৫৮ পৃল)

ঠিঠারাজ দাসীন্ত লিখিয়ার কালে রাজার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে সূচনা বৃত্তিকর্তা তথা সব কাজ করিয়া বিচার এবং চুক্ত অপর দিকে কবিয়া বৃত্তিদের তাহা উম্মত করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। তাহাতে দাসীন্ত না পাইলে দাসীন্তের সমস্ত ধার না। দাম্পত্য বৃত্তিকর্তার আনন্দ দিবার প্রতিভাত মিলিয়া কিছু করিয়াছেন।

ভূঁর দাম্পত্য যখন দেবাকান্ত তাহার ভর্তীত যবন দাম্পত্য  
রে চিন্তায় সুথি তাহারে চুরু গেলে তখন স্থানান্তর চালায় এবং দাম্পত্যের জাচার ও বিচারের চলিতেছে। কবি এরূপে সুথি চালায় তখন তাহারা প্রথমে শেষ হইয়াছে এবং কবির প্রভুত্ব সমাজের একটি হইয়াছিল। সুথি দাম্পত্য পাতিত্যের, ম্যাক্সবাম্যাড ও স্বাধীন প্রশ্নসের উপর তাহারাই তথ্য নিয়ে এবং এই ম্যাক্সবাম্যাড বরণী হয়ে তিনি বৃত্তিকর্তার  
তন্ময় চালায়ছিলেন। কিন্তু তাহাতে বার্থেন্দ্র হরিয়া তাহার প্রশ্নস্বামিনি  
নিহত হইলে তিনি তাহার ব্যাপার—অন্যান্তের ধারাতে সমৃদ্ধিস্থল। নির্দিষ্ট নিকটে যে হীরাতে জালিয়ান। দাম্পত্যের সুরায়ক মায়া কর্মকাণ্ড যেটা  
কিচু গৃহে যা বাসিন্দার তাহারা শান্তি মহিলার পায় না।—কবিয়া দেবতাবগণের  
শিষ্য ও দীর্ঘ তাহারের নাই। তাহারে হীর সন্নায়ী অথবাই তাহারই
চতুর্থ শর্ক -

রুষারু নিকট ঘাওয়ার কাঠল দর্শন অপরাধীত দেবসাত অদিক কলিকরিলেন এবং তাইয়ের পাশে আছিলার রাখন। তারপরে,

ঘাওয়ার নাম-বর্ণ-প্রিয় বিজ্ঞান করিয়েন - গুলু-ঝুপ্পুর বুলার সুখী হনেলে - মান-বিধানের বাসস্থানের দেও মাথায় পুরুষ হনেলে এবং

সংখিলেন -

খন্ধ অন্ধ মনুষ্য মূল প্রসারিত

মূলত সাধনে বিঘ্ন নিয়ে আবর্ত করেন।

কর্ণের আবৃত্তি তারা উচ্ছর নিয়ে

ভাগ্য বদন্ত হেলা করিয়েছ প্রাকৃত কল্ল।

(৫৪ কৃষি)

স্যান্ডিশ বর্ণনা ছন্দ অভ্যন্ত সুবর্ণ হেলঙ্গ - জাঁক ও মানিয়ে মিত্র যেন

ফুল হেলা উঠে।

রুষা দর্শনের যেতে দাসবের অবচারক হালে নামিয়া আত্তাআত্তার হঠেলন।

ঘাওয়ার নাম হেলতে কিন্তু বিক্রিয়া করিয়ে দাসবাগীর গুলু বুলিয়ে কলিন।

সাধনগতি রূপালু এই জ্ঞানার্থী বর্ণনমাত ভজির রুমণা দর্শন করিয়েছ।

দাসবানে জ্ঞানার্থী রুপণ সাধনে নমুন।

বিবিভূত প্রতিনিধিত্বে ব্যে দিতে সমস্ত হেলঙ্গ।

এই জ্ঞানার্থীর বর্ণনা -

দাসবার দর্শনে দাসবার প্রতিনিধিত্বে,

পাঁচদিন গভীর নাচে আত্মা বিমাঝিতে।

ঘাওয়ার শর্করা থেকে উঠে অচান্ত তত্ত্ব দেখেন।

নিয়ন্ত্র উদ্ধৃত বিপুল বুলাও করন।
ক্ষুরাজ সন্যাসী অনুষ্ঠিত হুন তুলে হুন কলনবর্তী
কর্ষিত ভাবে চিত্ত তীর কলনবর্তী
না শিরিত সাহিত্য শেষ না নুনের
ধাতার পক্ষে পিছে পুলাট দরজা নেবে।

(৬০ পৃ)

বুদ্ধারু সাহিত্য শেষদিন বিভিন্ন নিকট পিছে দানলন পার্শ্বকীর্তি গৌ কার্যকের উপর তালকামার তথা নির্দেশাতিক 

পঞ্চম সর্গ -

স্বাধীন পর্যাযে তিনি কলনবর্তী তিনি কর্ষিত হন।

বালকে পর্যাপ্ত সেখানে ধরন তারাইলের উদ্ধার নিকট গলনের তিনি যান না করিয়া পশ্চাতে শুন।

ফলে মাতিয়ার দুর্গ ষষ্ঠী সমুদ্র শুন।

বর্তের মধ্যে দুর্গ নাহিক ইকে হিজল শাবকে দেখবার দেবকামার জন্যে এ কারণ সম্প্রতি হিজলে।

ষষ্ঠ সর্গ -

দানবন্ত বুদ্ধারু দূরাক্ষিক দর্শনে অত্যন্ত চিত্রিত। চিত্রিত পুস্তক বর্তের -

চিত্রিতের কলিমা উপর পশ্চাতে তালে,

চিত্রিত উপর পরিকাতি করিয়া করিয়া করিয়া

চিত্রিতের উপর পান না করিয়া করিয়া

চিত্রিতের উপর সন্ত করিয়া করিয়া।

(৬১ পৃ)

প্রাপ্ত বন প্রাপ্তিসংক্রান্ত হিজল দুরান্ত শাসন এবং পুস্তকের উদ্ধার পুস্তক পর্যায়ে শেষের বিদ্যমান চিত্রিত করিয়া।

পুস্তকের বিশ্বাস্তর শুধু দৃষ্টিকে বিনিময় প্রতিকে দাতাকৃতি পার্শ্বের জন্য 

স্বাধীন বিনিময় সম্প্রতি দাতাকৃত অত্যন্ত শুধু সম্প্রতি ও চিত্রিত —
ধাক সঙ্গে প্রোথায় ; কন্তু সনে,
বঙ্গুলাম বিবাহধন হয়ুক্ত উপার্জন,
স্নিখিল ঝনকর মোট অস্ত্র সব দেখে,
না চাইল সরসা তব জুন বাণিজ্যে।

(৬৯ পৃ),
সূর্যীর দুঃখের অনন্ত সুখো গভীরতে চাইতে চাচ্ছেন না। বিষ দৈব্য ও সন্ত্র গল্পের তানে পূর্বে। অপরদিকে কবি কচ্ছার চিত্র পারশুরামে। বুদ্ধি সাবধান দায়িত্বে ও উদ্দেশ্য বিচার মূল্য স্বীকার করবে না লোকেরা সুখে ও দুঃখের মূল্য বিচারে - তখন পদাঙ্ক হলো দায়িত্ব হিতৈষী নিকট পদ্ধতি জানায় যে মদনরত্নক তন মহাত্মার নিকট স্বীকার করা না হয়। পদাঙ্ক হিতৈষী - প্রকৃতি

পদ্ধতি প্রমুখ পরিকল্পনা যাত্রা।
না করুন জীবিত সূর্যীর কামনা,
জুন সুখায় কিছু হবে বল না,
সুন্দর সকল (২) চতুর্থ চিত্রের পৃষ্ঠাও,

(৯৪ পৃ),
লাহাট রাজ্য যখন সূর্যীর বিশেষত্ব স্বল্প বিচিত্র দুঃখীত ও সৃষ্টিগুণ উপার্জন হয়ুক্ত রাজ্য বাণী তখন এক সুর্যীর অদ্বিতীয় চিত্র লক্ষিত নয়। দেবতার সূর্য দৃষ্টিকোণ উপার্জন ব্যাপারে সৃষ্টিগুণ নির্জন অন্তর প্রশ্ন। পাশাপাশি এটি দুটি চিত্রের মধ্যে দেবতা ও দায়িত্বের চিত্র পরিচয় করিব প্রকৃতিমন্ত্রী পরিচয় তনয়।

সূত্র সর্বাধিক -
মহাত্মার ধ্যানে মন। হলো সিরিয়া কবর্ত্তা অস্ত্রে
দেবাসাহায্য, দেবভূমিতে পার্থায় সমবেদের সহায় উপার্জন দিবল মহাত্মার তৃতীয় হেমন বিশ্বাসস্ততা বাহিত্য হইতে মদনরত্নকে তব করিত। দেবতা
তের উপার্জনের উপধাম কব্য হইতে উপার্জনের প্রাচীন উপার্জনের বিবাহের।
পুরুষ বলিয়া তিনি জুটি হন। এদিকে মদনরত্নের তন হইতের স্পর্শ

অবগত হইয়া প্রথমে জ্ঞানচর্চা হয়। পরে মহাদেবের নিকট ছায়াময় ইশ্র্যকে চিতা প্রদান করিতে অনুরোধ করাইলে ইশ্র্য প্রস্তুতি দেবগণ মহাদেবের নিকট গৃহ করিলেন এবং সেই মহাদেবের কুপার মদনদেব কুটীবিন কাত্ত করিলেন।

মদনদেবের কুটীবিন প্রাপ্তি গৃহাবস্থিত ভাষায় তাহাদের কাছে নাই। তাহারা কবিতা পাঠ দেওয়া মহাদেবের অনুধাব লাভ করিয়া কুটী মদনদেব কুপারের দাসী করিয়াছিলেন এবং তাহারা মদনদেবের কবিতার কথা করিয়া উভয়ের যুক্তি প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ

স্ব-পার্কেল নিবেদিত কাব্যকল্পকে প্রার্থনা করিয়া বার্তা দিয়া কাব্যকল্পের নেতৃবাদি গণের সম্মান করিলেন এবং

ধাত প্রকৃত বুদ্ধি বিলুপ্ত অনুভূত সুবর্ণ দুর্ধারে নিয়ন্ত্রিত বালক।

(123 পৃষ্ঠ)

নবম সর্গ

তাহারা যতক্ষণ কাব্যকল্পের দৃশ্যে চিত্রিত হইলেন।

কাব্যকল্পের কর্মনা

বিশিষ্ট ব্যাধান, সহায় বন্ধ, প্রসন্ন উত্তম কায়, প্রসন্ন বালক স্থান তাকে,

চাহি নাই নাই চন মন্ত্রার হীরতন করণ।

(128 পৃষ্ঠ)

হুইতে কাব্যকল্প প্রস্তুত হইলেন। পার্কেল চঞ্চল দৃশ্যে মহাদেব চলন যাত্রা দেহের পতাকায় রহিয়া এবং তাহা ঘোর প্রকৃত যুদ্ধের পর দাসী রাজার মূল্য হয়। বিভিন্ন সুখবি বলিতে প্রথমে কবিতা প্রকাশিত করিলে।
কাব্যতিথে নষ্টী সর্থ ধারিতেও ইহা যুক্ত নয়। কিন্তু
ইহাতে চাঁদী-চিহ্ন দক্ষ দেখাইয়াছে। দাবাভরাজ পত্তী সুবর্ণে
বেদন - চালুক্য পুরুষ দমোপাঙ্গে পাষ্ণু চালুক্য পুরুষের
পূর্ণ রূপ। দুইটি চালুক্য একস্থান - সুবর্ণে, বেদন - পক্ষেক্তরে এবং
কুলে। দাবাভরাজ বর্তমান ও বীর্যাবর্ত এবং অতি ও দেশবর্তীর পূর্ণ
কিংবা দাবাভরাজ উপর বিদায় চালুক্য পুরুষ দেখা দেব কিছু দেবা
যায় না। সুবর্ণে জন্য যদি দাবাভরাজ অথবা অথু তবে তিনি যুক্তে
অমুকাত করিয়া করিয়া যায় না পারা, কিন্তু বিশাল জ্ঞানে -
কিংবা ননা ধর্ম আছে হা।

গৃহসীৰ্যের চালুক্য ননা নগর নামেই প্রথা পাইয়াছে।
তথায়। ইহাতে চালুক্য নব সমুদ্র গাভীর্য ও বীর্যাবর্ত পরিচা দেহ না -
চালুক্য নন্দন্তর নদী কর্ণে কর্ণে।

কাব্যী ক ব প ক সুখে চৌপ্লে গ্রেপ্তী কবুড় ক ব প ক সুখে
সুখে, ক ব প ক সুখে চৌপ্লে, প্রতি কাব্যে সুভাষ। তাহা নন্দ ও
গভীর। কাব্যতিথে সুপ্রসাদ।

নতী সংবাদ
বা
দক্ষে ও পার্থী পরিকাম বিষয়ে কাব্য।

হিরুরাগা দেবী মুখ্য 'নতী সংবাদ বা দক্ষে ও পার্থী
পরিকাম' বিষয়ে কাব্য কাব্যে ১২৯০ ক্ষুটিয়ে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের
প্রথম প্রকাশ বর্ষ কয়েক গণ্য হইলে কাব্যী গুহিয়া গুহিয়া গুহিয়া গুহিয়া
বলিয়া দেবতার লাইন দৃষ্টান্ত কাব্যিতে গুহিয়া বলিয়া দেবতার লাইন দৃষ্টান্ত
বর্ণিত হইয়াছে।
প্রথম গল্পের সরস্বতী, পিয়তা, দর্শন, শ্রীকৃষ্ণ ও কথা, কথন
কবিয়ু গুনির্দেশ করুন। ভাববে সৃষ্টিতের ব্যাপার। অনন্তর-গমনঃ
চন্দ্রাণি শুভে শুভে দৃশ্য হয়ে যায়।
বই-চণ্দ্র-মূর্তি-তাক। তীর্থ তামু বামে নর অকৃতরচনি বলে।

মহাপ্রভু জগন্নাথ সৃষ্টিতের বাসনায় রক্ষা। বিষাদ- শতনানকে সৃষ্টি করবে এবং তাহাদের পরিত্যাগ করবার শব্দ গর্ভিত শব্দিতে তাহাদিগকে বন্ধ। রক্ষা বাসনায় দেখা মহাপ্রভু স্মৃতি করবে ও তাহাদের তাহাতে জান। রক্ষার তাহাতে দেখিয়া মহাপ্রভু স্মৃতি করবে ও তাহাদের তাহাতে জান। রক্ষার মহাপ্রভু প্রতি তৈরি করবে মহাপ্রভু প্রতি তৈরিকরিতে চেষ্টা। তাহার মহাপ্রভু রক্ষার প্রাণ দিয়া করিতে সৃষ্টি করিয়া স্ন্য মহাপ্রভু প্রতি তৈরি করিতে এবং জন্ম পায়ের বুদ্ধি হয়।

দশমাং পদে। স্মৃতি করিতে বিশিষ্ট এবং তমন্ত্র
কবিয়া তাহাতে ভাগ্য করবে। কথার গমন-সভায় দক্ষ মহাদেবকে
আমাদের করিয়া সহ সতি মহাদেবর উদ্ভাসলা স্বপ্ন তপস্য করিতে
মহাদেব হয়েন্দ্র হইতে তাহার গুণ করিয়া। অন্যান্য সেবাপ্রাপ্ত মধ্যস্থায়
বিবাহভূমি স্মরন হয়। বিধু সেবা - কারণের গ্রহণ শুভতাতে সৃষ্টি এবং ব্যাপ্ত প্রকৃত মধ্যে পান - শাপাদের প্রতি
মহাদেবকে প্রার্থনা - দক্ষের গুহায় মহাদেবের বিদ্যুতের বর্ষে
করিত। দক্ষের গুহায় নিমিত্ত হইল না। সতি দক্ষ-মহাবিদ্যা দেবীয়া
শুদ্ধে তীর্থ করিতে। মহাদেব জীবন তাহার পাইলে না। জিজ্ঞাসা
করিলে লের তাহী।

"হরভাঞ্চ তুমি পরম পুণ্যী ।"
দক্ষের দিন দিন শিশুরবাড়ী করিলে সতি
" প্রভুবিষ্ণু শুন তাহী হইলেন চিন্তিত।
অব হত অন্ত রাতি সৃষ্টি, তুষ্ট।
বিদ্যুতের ছায়া তাহী দুঃখ নয় চন্দ।
দেখু বৃথা বলে তাহার কুঠো হৃদে জীবন।"
এত বলি পিব্ব ভাব দিলেন সে ভাবিলে।
অভিশিত হয় চন্দ্রবী গুলি ঘামু সত্ইতে॥
মহামায়াত্ত এ ঘামু কেহ নাহি তাকিল।
ঘামু সত্য ভাবতী সক্ষুই তাকিল॥

(৫৩ গুঁটি)

সত্য ভাবতাপ করিলে বীর্ণদু সম্ম যদ্যপি করিয়া
চলে এই দশের ক্ষণে ভাবীত যমাদেবেত্যাজি করে।
নবীন সত্য যমাদেবকে গুরু করিলে তিনি ছাড়াও সাধিয়া দশের পুনরায় করিবে।
অতঃপর নবীন সত্য যমাদেবের সম্ম দশের করিয়া দেখিলে।

চরণ চরণে পুনর্দৃষ্টি শিমল।
ফিরিয়া গমনে যায় কামল।॥

তারিকে আরও ভাবিয়া ভিত্তি দিয়া।
ফিরিয়া নামকর মালিক ভাবিলে॥

(৬০ গুঁটি)

কিছু সুন্দর ঘাটা সত্য-বের ভাবিয়া চলিলে একমাত্র
শীতলশাহের লক্ষ অবকাশের যায়। হিসাবের স্বীকৃত ঘৃঢ় জনঘটনা
করিয়া প্রতি দান করেন। হিসাবের তথ্য বিবেচনায় ভাবের ঘৃঢ়
মহাশয় পারিতর্কে জনতা করিয়া। কিন্তু নবীন সত্য যমাদেবের
নিকটে নিয়া ভাবের ধ্যান তথা করিয়া করিয়া সম্বল হইলেন।
ঘৃঢ় মহাশয়ের লক্ষ অবকাশের প্রতি মহাশয়ের ধ্যান
ভাবিয়া চলে কিন্তু সেহ সত্য জনতা হইলেন।
ঘৃঢ় মহাশয়ের লক্ষে প্রথম করিয়া ঘৃঢ় মহাশয়ের ছন্দের
কথিতে না পারিয়া চলিয়া যালেন। দুঃখিত চিনি রোদ কল্যানে তপস্যা
যাত্রায় করিলেন।
শুরু বিবর্ণ কর্ণ বিবর্ণ হয়ে
বিবর্ণ কর্ন চামুণ্ডা।
কথল বিম্বিত অর চন্দ্র চন্দ্রগুহে
দোয়ার তত্ত্ব গড়েছে কালিনা।

(২২২ নং)
ফৌজ কর্ণ শিবকে না পাইয়া অহিরত প্রাপ্তি বিনিয়োগ করিতে তাদের কিছু
দেববাণিজ্য গৃহে বিরুদ্ধে ভাবলে পালিলেন। তখন ও সময় না
হইলে জন্তে কিছু শত্রু যায় না। মহর্ষিবেদন তখন বর্ণনা করিয়া
মহাতেজ শত্রু হিংসা হইয়াছিল। বিবাহ-সন্তান শিবকে লইয়া
অধ্যাত্ম। তাহার দলাচে পাই— বুঝে ফৌজ, বিদ্যালয় বাজিত ও তীত।
কর্ণ তখন তাহার শর্যকাণ্ডে শিবকে লইয়া মহারাজ মূর্ত্তি বাহুবল জন্য
অবরোধ করিলে তিনি তাহার বহিরাগামন পূর্ব করেন। গুরুরায় তাহার
মায়ানায় বহুতে জগলে মহারাজ পদাতন হইলেন। তাহার দলভূমি হইয়া
উঠিয়া গাড়া দেন। তাহার উড়নো তাহাদের প্রণয় করেন।

কর্ণ কর্ণের নর্তক শিবর বিভাগ নাই। বিশিষ্ট বিশিষ্ট একাকী,
চণ্ডীকে এক কে কে কে কে কে কে নিত্য হে পুলিশ দ্বারে ব্যক্ত
হইয়াছে। কর্ণের মহারাজ মন্ত্র ও নারীদের মন্ত্রে মহারাজ বর্ণনা মন্ত্র
তের সাধ্যাতীত যাহী চিন্তাপনিক তো— ব্যাখ্যা মাত্র দায়ে স্থান
লাভ করিয়াছে।
ফিদিদ - বিজয়

নম্রূ রায় কর্তৃক রচিত “ফিদিদ - বিজয়” কাব্যচিত্র ১৯৯৬ কৃষ্ণাপুরে প্রকাশিত হয়। “ফিদিদ” কবি গিরিবীরাইন এই গুণ্ডু হয় এই গুণ্ডু নিশ্চিত হইয়াছে, তত্ত্ববিদ্যা হাসিরাজ এবং তাঁর কবিতাগুলি প্রকাশিত হইবে।

তবে কবির দ্বারা কাব্যিক দৃষ্টিকোণ এবং অশ্লীল ধর্মীয় ধারাসমূহ ব্যবহার করিয়া কাব্য নির্মাণ করিতে হইবে না।

কাব্যের সৌন্দর্য - তারকানাথ বন্ধু। প্রথম হিমালের
বিষয় বর্তমান মধ্যে একটি নতুন দেবো যায়, যেমন -

বিজয় বিকাশ মূর্তি প্রাপ্ত এমন,
বিপ্লবি গান - গাও, তালাকলাপতি
বিজয়ক রাজশ্রুত। সোনাচাঁদ বিচরে,
বিচরে মূর্তি সম অণু জীবন,
রঙিত বিবিধ রচনা, পনিমত যুনে।
বালী কুলে ধরিয়া রহস্য বন্ধন
হাত করিয়া ত্যাগ দুটি অকাশে।
প্রভাস ঢাকা, পাক, বিদ্যা অঙ্খ নিঃ
ভষিত প্রাপ্ত রাজি, তারাবিদ্যা ধাত
সবচাঁদের রাজশ্রুত রাজারিয়ে হয়ে।
কাহিনী বিধানীছে মন্মথাচারে।
পন্ডিত চাম্পাচার্য প্রেমাচারে।
গীতীর মূলভল, প্রতিশোধিত যায় যথা
বিচিত্র চূতাতিবন্ধন। #

(২৫ - ২)
হিমালয়ের বর্ণমালা বিবেচনা দুর্ঘট পুনরায় মক্কার অধ্যক্ষ মোহনাদিনী কিংবা বিভিন্ন মূর্তি সম জন্মু অবারী — উপদেশ পুস্তক প্রকাশিত । কিন্তু তাহার রাষ্ট্রদের বিভিন্ন পুরাণ ও পুরাণের ভাষার মধ্যে কিউ বিদেশী ভাষার অতিবেচনা হয়। এই কানার গার্হিষ্ঠ ও বিপাকাধীন গণভূমিয় আম্বরা একটি বুঝা ঘটনার সম্ভব্য সেনাসহ আম্বরা এবং কার্যের সন্ধানো পথে দেশান্তর এই দীর্ঘ উপদেশ হয়।

হিমালয়ের উপর তারকার কর্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্য, কৃত্তিকেরু বধু ধরিত্রেন । দিপাপাপরাত দশ দিনের ভাবে দিনে নিমজ্জিত তিনি বিলাস-বাসনা এবং ঘটনাদের মধ্যে ছিলেন। পুষ্পলোভুর উপর অন্তর — চারতির সহায়তা ধারণ করাতে যাই। প্রকৃতি গতিতের আগ জানাইতে আগে তিনি বিজ্ঞান করিয়া কর্ষণো করিতেন এবং তাহার —


(৬ পূর্ব)

বিপদ যখন ধারে ধারে সব দিক হইলেই পালে এবং তাহা কৃত্তিকে কভূটকেই আসে। গুহ-উগুহে সচরাচর গুর্গুর ধারায় জন্যই তারকার ইতিশেষে প্রাপ্তি করিতে পারিলেন। এই রাধাকৃষ্ণ সিদ্ধিবিস্তারে ইত্যাদি যত স্বজাতি গতিরূপে তাহার স্বপ্ন হইল।

ইত্যাদি যত স্বজাতি গতিরূপে তাহার স্বপ্ন হইল।

* * *

হে কল্যাণ শরৎ
হে সানুন্ত চন্দ্রনাথ!
অনন্ত ভ্রান্ত রূপাঙ্কিত পাণ্ডুর ঝুলনে।

(৭ পৃষ্ঠ)
শীতল দেবময় কৃষ্ণের চিত্তের সংবৃদ্ধ হইয়াছে। পুজোন হিমালায় শীতলতা সমুদ্রে বাহিলেন।

— — মে অস্তর ছিন
নাথু বিকুঞ্জে এপনি, দারু
না পারিব পুঁত। নব নয়। তখন দেহ,
ষন ভাঙ্গ। 

(৮ পৃষ্ঠ)
পুজোনের বায়ুর অস্থিরা — প্রকাশে ধর্মাঙ্গি মন্দরূপ। দারু তবের সূর্যদয়া ত্যাগ করিয়া আত্মবাদ কৰিলে ঠাকুর সংজ্ঞায় গঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার গত কৃতজ্ঞ বিষয়ের নিম্নতা রচিত করাইয়া রাখিয়াছেন — অন্ত এদিক দিকে তাহার লক্ষ নাই। কবি লিখিয়াছেন —

— — আত্মার দান
ধনবার্ষি আপন সংহতি, ধনবার্ষি।
হারু কে জানে বাগ। এই বর্ষাকালে,
এ পালকে এই মান, এই পালকতি।

(৯ পৃষ্ঠ)
এই নীলীর যায় দেবচরিত ঘনকাচারি শুহু হইয়াছে। অবশ্য দেবর দর্শনাত্মক না হইলে আবৃতনের সিকট পরিণত হইতেন না, ঐহা সত্য। আপাতে তাহার প্রতি একাধারে শীতল মনোভাবাদন করা সমর্পনযায় যায়। তদবানী নীলীর সহ যায়ায় মুখ রাখিলে এবং দেখায় সেহায় কাশাইয়ে যায়ায় তাহার কল্পীদ ও কল্পের অবির্ধিতার কথা
বাহিলেন —
কিন্তু তা কর্মের কর্তা সমাজ। দেব, নর, নার, নিত্যরাত্রে, কীব হে সৃষ্টির মধ্যে, সৃষ্টির স্বাধীন, আত্মি সম্পত্তি। নির্দোহ যে কথা, ধারাচ্ছে প্রকাশিত
সৃষ্টি মের কথা, তবে তেঁতুল, তেঁতুল, তার অবিচার। কিন্তু তা হে কথা নিত্যরাত্রে কর্তা হে তত্ত্বে ভবানি তত্ত্বে ভবানি তত্ত্বে ভবানি চিন্তিতে চিন্তিতে চিন্তিতে চিন্তিতে। — — — —

(১৪ পৃষ্ঠ)
সবার মহাত্মের নিকট যাত্রীর পথে উপ সৃষ্টির অনু নীতিতে চারিদিকে তিনি কাজ করিলেন —

সৃষ্টির অবিচার, প্রেম তমোমায় যথে
ধারার কথা হিসিা হিচাপিহিচি কিছু
বৎস্কি কিছু বাহি হিসি বাহি করিয়ে গুলি। নারিহ
লিসার কাল, সাহি তরাকার, নারিহর বৃতি গুরু
কি অন্য অপর কিংবা মুখে — কিছু বা
হিসি তবে বড় ভাই, যাহাঁকে ভােঁখের ভােঁখ, ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ
তথা ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ।
তথা ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ।
তথা ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ।
তথা ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ।
তথা ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ ভােঁখ।
উপরুত্ত, বন্ধন ভাবের নিঃসরণ, ধীরে, 
চায়, মুখ থেকে আসে, ছাদের।

(১৮ ফুট)

প্রাকৃতিক আবহেরৈ ব্যক্তা এই বর্ণনায় পরিষ্কৃত হয়েছে।

dেব মদোমের বর্ণাং করিতে পিছন করি অস্তের জল বায়া করিতেছেহ।

(২১ ফুট)

এই কাব্যে ভারুকালের চরিতার্থ অত্যন্ত সংমিল। তাহার

প্রকৃতি—

ধরে লিখির সম সীমান্ত ছাড়া,
যাসে মূলে উদাস। দুর দেখা—
ধর, কোনটি পাক্ক না করিল সজ্জাকান্ত কথা
সম, ধূমে লালাট।

(৩৬ ফুট)

তিনি সূর্যোদয়ের সময়ে একটি চক্ষৃত, দীর্ঘ বিশ্বাস দুর্বল করিয়া
পাক্কিভাবনের দোষট করিয়াছেন। তখন নবদ্বীপ তে দেশ পৰ্বতে
বাস্ত প্রাণে সঞ্চলন করিয়াছেন এক প্রকার অগ্নিতে তিনি বায়ুতে
পারিতেছেন না। সত্বর হইতে কারণ সৃষ্টিতে রক্ষিতে—

(৩৬ ফুট)
কিছু দায়িত্বের দায়ভাণ্ড হইতে

পীড়ে পূজন্তে । *

(৩২৬)

দস্তীর রচনার জন্য হইলে। তত্ত্বারাজ তথাকথন যুদ্ধ সাহায্য দায়ভাণ্ড হইবার জন্যে সংগ্রহ করিতেন।

যাহা পূজ্য করিয়া দিল তচ্ছন্নে নিকটে মানে পূজা করিতে নামিলেন।

(৬৬ পৃষ্ট)

বিবাহীর প্রেম পোড়া দায়িত্ব ভিক্ষু মূল্য ধারণ করিয়া হেরিয়া দিলে নামে পূজ্য চর্চা হইলেন।

বিশেষত জনালিয়া নিমিত্ত বিভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং নিজের দায়িত্বের জন্যে অর্ধেক দায়িত্ব বর্জন করিয়া গিলেন —

বিচারে বিশ্বাস শূলো, গৃহ উপরেব ধরিতাম জীবিতাহল, দাবাবর নিদ্রায়ে—

চুরি দন্তাত্মার দূরে বিনোদ বিচারে—

বিশুদ্ধ পুনর্নিবে দীক্ষার করিতাম

হেতুতে চর্চা হইয়া মানে পূজ্য ভাবিয়া মহামহোতে সে অভিনব

বিজ্ঞান করিতে সালীন হইলে— মহাকুণ্ডল

বিভিন্ন করিতাম অর্থ পরম ভরুন স্বত্বে।
দয়া দেহাত্তেন। কেঁধে ফেলে দরুন।
ছদ্মতৃ একনৈ সুবিধাতে সমপ্নিত।

(১১ পৃ)

তারকানাথের অন্ত কারিগর হন্ত হাঁদোরু তার হাতের উপরে ভালবাসাটি এমন করে কর্তৃত্ব নিয়েছে। দিলবিদীয় সম্পত্তি চাহিদা নিদিকছাত্র পূর্ব কারিগরের কথা। নিদীপেই নিদীপ না নিদীপ নিদীপেই তাহা অভাবায় পতিত হয়।

কল্পনায় দেবদেবের মধ্যে সমান যথেষ্ট আনন্দচরা চলিতেছিল। তার সমুদ্র একজন প্রতিদিন পিছিয়ে সূর্যব্যাহার দেবদেবের পূজ্য কারিগর দাসের স্বাভাবিক সুপ্রীতির মৃদু করিয়া। কারিগর কার্তিকের আদর্শে তার অন্ধকার করিয়া নর দেবের সূর্যব্যাহার ভিত্তি চাহিদা না। অবরো আশায় তারায় অধিকারী করিয়ে।

দেব - দামনের মধ্যে সাত দিন যুদ্ধের পর সকলে যখন
বিদ্যমান লইয়েছিলেন তখন রিকটার স্টেটসনার অতীত দেবদেবের আদর্শ করিগুলি পরামর্শ দিলে প্রতিদিন উপরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন দেবদেবের মধ্যে এই গাথা চিত্তে ঘূর্ণিত মায়া। এখন সম্পত্তি কর্তৃত্ব নিদীপ নিদীপ। করিয়া কর্তৃত্ব করিন্তে দেবদেব দেবদেব।

তিনি দেবদেবকে ধ্যান করিবার ছত্রিশ করিলেন কিন্তু বার্তা হইলেন।
তখন তিনি প্রায় যথাস্থানে দেবদেবকে প্রাপ্ত করিয়া বর্ণনাব্যাপী তথ্য মধ্যে হইলেন স্থিত করিলেন। দেবদেবকে ধারণ করিলেন। কারিগর মহাদেবের প্রতিষ্ঠিত প্রথম - স্থল যাতে খাদ্য করিয়া ঠেকানোকালে আজকে ও করিন।

নীতি অবস্থায় তারকারি মহাদেবকে আর্কিব মহাদেবের আদর্শে নীতি প্রাপ্তি হাতারে সামান্য জন বুঝি পাইলেন। তারপর তারকারি
বাল্যজীবন শিক্ষার্থী দীর্ঘ শেষ শেষে দীর্ঘ রেখা অনুষ্ঠানে। কারিগর হাতারে পাথিদে কার্থো পাখিযা করিলেন, তারপর দিনের
দাবা ডাঙ্গার আত্মতত্ত্ব মুক্ত করিলেন।

দোকেন দাবা মুক্তিযোজনা ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ করা উচিত ছিল, তবে মুক্তিযোজনা কার্যকলাপের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন অংশ - বাঙালি সরকার ভিত্তি খন্ড প্রথম অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ও কার্যকলাপ ব্যাখ্যাসমূহ মাধ্যমে কার্যকলাপের জন্য সত্যি অনুভূতি গমন করে যায়। দেবচন্দ্র এবং দাবা মুক্তিযোজনা সম্পূর্ণ কার্যকলাপের পরিপূর্ণ প্রতিনিধি।

ইহাতে এটাই সর্ব ধর্ম যুদ্ধ। সর্বনাম কার্যকলাপেই পরিপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধ। দুই এক শতাব্দী পঠাতে কবিতা সর্বমক্ত হয়ে যায়। কবিতার বিভিন্ন কাঠামোর স্বরূপ বা কৌতুকের ফুল ফুলি। পরিপূর্ণ হচ্ছে কবিতার স্বতন্ত্র পদ্ধতি।

--- দেবীমুখ ---

মনস্তাত্ত্বিক বিভাগে সমাবেশের 'দেবীমুখ' কার্যকলাপ ১৯৫০ বর্ষাভ্যাস প্রারম্ভিত হয়। মহাস্থান মুক্ত করিয়া পদ্ধতি নিকট জড় প্রতিপাদ্য হয় এবং সর্বাধিক অবস্থায় করেন। কার্যকর পরামর্শ মহাস্থান করায় করেন। মহাস্থান প্রতিপাদ্য ভিত্তিতে করেন। ইহাতে কার্যকর প্রতিপাদ্য কিছু।

কার্যকলাপে কবিতার মধ্যপথে একটি সংস্কৃত অবশ্যান্ত্র ও প্রস্তাবনায় বিস্তার যেন অঞ্চল বিকাশের ফল দিকে অধ্যায়ন করেন এবং দরাজের প্রারম্ভিক কানুন নিয়ম প্রতি প্রতিদিন উন্নতির দিকে ভাবারাজ প্রকাশ বিকাশ করেন।
দানবণের সূর্যাস্ত জ্যোতির্বিদ্যায় শুভ শুভ শান্তি - দেবতাকে নজরাপণ করিয়া বাক্যাগাথা হইল। তৎপরে নির্দেশ দক্ষিণ বিশেষে বলিয়া মূখ বুক্কাগাথা হইল।

দেবতাগণ তাহি পরবর্তীতে পূজা করিতে বাক্যাগাথার ব্যথা দেবগণ নির্দেশিত। নিবিড়তায় করিয়া নিরাকার নামায় দেবতাগণের দেবষ্টিত গতি নির্দেশ করিয়া নিত্যাগীন করিয়া বলিয়া হইল। ইহ জানিতে যদি করিয়া পথের মন্ত্রে বিশ্ব জগতের মন্ত্র হইল।

মহাদেবভাস করিয়া যে দেবতাদের প্রিয়ার ব্যবস্থা হইল, দানবণের প্রতি স্বত্ত্বায় শান্তি আর্জন করিয়াছি।

স্বত্বায় -

যে পথে প্রকাও পথি, বিশু চাই নেই পথে, তপস্নাতি প্রতিকারী নেবুরুত্ব নিদর্শ্বার, তপস্নাতিতে শান্তি পাই তিলংবেকের অধীন, বাক্য বলে পরাজিত করে না তাকে।

বর্ষার বিশারাধ, বর্ষার বর্ষাক, বর্ষার বল পর্যন্ত দেবতার ভক্তিতে, কর্মধীরূপ দেবকল বাক্য বিদীর্ণ এক হয়।

কর্মধীরূপ পূরা পূরা শান্তি বিশ্বাস।

(৩৪ পৃষ্ঠ)

স্বরূপ নিত্যাগীন দেবতাগণের কথা করিয়া উপন্যাস নিজের কার্থিক জ্যোতির্বিদ্যায় ভর্তিত করিয়া তবে তাহারূপ করিয়া হইল। মহাশেষ পূর্ব নিজের মঙ্গল ভক্ত করিয়া বহিলেন -
কি দেবতা কি ধাতব সরার্থ বিপ্লব—কালে
একতা পুধান বল, অনৈতিকতা সর্বস্বার্থ,
এবং দেবতাদের দলে পুনরুদ্ধার অনেকে যাচ্ছে,
তবে আরো দেবতাদের ধূমচেষ্টা না করার বলে।
(৫২ ফুট)

debata

দেবতার নৃসন্ধান উদ্যোগ ছিলঃ—

debata

দেবতার নামায় শুধুমাত্র করিমত হইলে ছাড়া ছাড়া,
হাতিয়ু উদ্ধারে তোলা হাতিয়ু সাধন চাই,
বিমানে দেবতা ধরা, হাতিয়ু সাধন বিনে,
হাতিয়ু এ মহাযুদ্ধে অন্য দেবীশীর্ষ নাই।

পূর্ব্বতীত মহাশক্তি অনুযায়ী পূর্ব্বের অন্বেষণে,
কোথায় নগরীশ্বর পুর্যায় চাই উদ্যোগ,
দেবীর হাতিয়ু তুমি দর্শনে নিকটে নিজের তুমি,
দেবতার পাক্ষিক বিনে তো করিবে উদ্যোগ।

— — — — — — —

debata

মহাশক্তি আরুক্তে হাতিয়ু সাধন লাগছে,
হাতিয়ু হস্তে পুনর্গতি হাতিয়ু কৌশল বল,
বাণ্ডল মুখীনতা সন্ধিতে, মনে, চর্চা হাত,
হাতিয়ু সাধন চাই বিপদারী এ সময়।

(৫২ ফুট)

debata

এই সময় পর্যন্ত হাত্তির যুগের উদ্যোগ গর্ভধারী।

দেবীর বৃত্তান্তের উদ্যোগের পত্তিত্বেরে অভিযুক্ত হইতে
করিলাম। পরে আরও, দিলায় প্রভূত ও অন্যান্য যাত্রিগণ অভিযুক্ত
লাগিল। দেবতার এই বিপদ গুণর কারণ ব্যাপ্তায় করিয়া করিলাম —
ধর্ষণ, সাজিছিলা আর গড়ে ধর্ষণত, 
এ বলল পালা দাঁড়িয়ে থাকার, 
বিহীন মন অপরাধ, পাকি দে পাইলে।
করিত নিদেশ এ বিঘু হারায়ার।

(৬৯ পৃষ্ঠা)

সন্ধ্যার পথে বিঘুর প্রচেষ্টায় এক বিঘুর সত্যি - পুরী কাযু করিত ও 
গ্রামির খুঁজ সংহারের বায় হয়তোছ। এই সকল তুষ্থা আধ্যায় দেখতে 
উনাবৃষ্ট ফলজীর মুখোবাণ পুরাণ লক্ষ করে।

ব্যবহারভিত্তি সম্বন্ধে স্পুর্হা হারায়ার সঠিকতার অধীনতা শীঘ্র করিত। কি ব্যক্তি সু সু মূর্ত বিশ্লেষণ করিতে পারসুন তাহার 
উপায় চিন্তা করিতে নাথিলেন। ম্যান্ড্রিক হীরার নামভাষে উপলব্ধ ও 
উৎসাহ নিয়ো ব্যাপারে মনোযোগ হইয়া যথায় বিঘুর সময়ের জন্য ধানকে বিঘুলেন 
তথ্য -

পাপাবে নাই পাপাবে বিঘু বিঘবান,
লেহেহে মনে হইল বারকিয়া,
প্রায় হইল তাহাত নিশ্চিত সত্য,
ব্যবহার - প্রথমে হারায়ার পাকি।

(৭০ পৃষ্ঠা)

কাহারলী সদরুপক জলাশয় সম্ববাদের মন্ত্র
করুন হয়তোছ। মহ সকল পরিকল্পনা ম্যান্ড্রিক সদরুম্ব পুঁকড়া পাই যায়।
তাহার নব পালই কৃষ্ণপাড়া মধ্যে পরিলোমায়। সদরুম্বর নিকট পাকি সমষ্টি 
দীক্ষিত হইয়া সদরুপক পাকি আরাধনা করিলেন। পাকি মালকের সর্বাঘাত 
স্থূলতা ও করিব কলমানকাঠি ও জল-পাকির পারিহার পাইলে যায়।

তথ্য -
চরণেতে ভাষিত - গুরুমহঃ
বাহিত ফাঁড়াল অন্তু প্রস্থঃ
সত্য কিন্তু বিষাদায় সদা
বাহিত, বৃষ্টি - গুরুষ্ঠান কারণ ।
বাহিতে, যাস্থা, পালনা, প্রহর
চন্দ্র - প্রিয় - ধাবহ বহ সাধ্য সাধি
অনু শ্রবণ করিয়া গ্রাসিত
বহ মায়া - চন্দ্র - অমৃত - লজ্জা ।

(১০২ - ১০৩ পৃষ্ঠ)

দেবগনের কুঠে ঋষি হইলা মহানাধি জীবনীর প্রথম বাক্যে বোঝালেন এবং জীবনীকে মৃত্যু করিয়া মানানির উদগ্র দান করিলেন ও রয়িল চতুষ জিয়া তাহাতেও বাক্যের লেখিলেন -

ন্যায় - ধর্ষ তবে নকস্থ ছাড়িতে,
স্বরূপেশু হিতে বাজ বালি দিতে
হ্য জ্যাতি নিয়ম, হ্য জ্যাতির ভয়,
সাধীপায় সুখে বল জ্যাতির নয় ।

(১০১ পৃষ্ঠ)
দাসবনন্দের গভীরে কারণ কৃত্তির ভাবে দৃষ্টি তাহাদের অভ্যাসচরণ
সূক্ষ্ম তর্ক দিয়াছেন। তঞ্জারু ধরা পাতলাতে কিছুতে তাহারা পার্থ
অগ্রবর্তী করিয়াছে। পারিচারিক ও অভ্যাসী তাহাদের রাজনীতিতে
মায়ামায়া। দামবাণী হারাত অন্তর্বর্তনে দাবীতেছেন—

যখন অবস্থান সৃষ্টি ও হাদের হোটাই দিবে,
কিন্তু ধর্ষণ ভাব প্রতারিত প্রেরণ কুল,
তথম করিয়া পার্থ রাজ সদা প্রদানত
জিজ্ঞাসা হিমসন্ধি আঞ্জন্যী নীতি যথা এই ঘূ
পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প, রূপ হইত, মিলাই কথা,
বিচারেতে প্রসিদ্ধ নিশ্চিত, ব্যাখ্যা,
সম্প্রদায়ের এ সকল সম্মুখে চিত্ত যথার,
দামব ধারা যাত্রায় সৃষ্টি সেই কুলাহার।

২৩০ পৃথ,
পাণ্ডুর এই অপব্যবহারে সহায়তা করিয়া হইলেন এক অপক্ষ রূপনী
পূর্ব্ব ধারা করিয়া রূপকল্প নিমিত্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ আলোচিত হইলেন।
ঈশ্বরাঙ্গ স্বাক্ষ পার্থ। মেধাবিদ্যায় দাততাত্ত্বি বিশ্বাসবিপুল পুষ্কুৰ্ব্বকে
দেবী ধর্মময়ী অধীন দিলে যে নিজ অনুপায় কর্তৃপূর্ব বঞ্চন অভ্যাস করে
এবং দাসবনণ তাহাদ প্রতি বিবেকানন্দ করিয়াছে। বহুমুখী দাসচরণে দাসচরণ
করুণী পার্থাবার লাভে সে সঞ্চালনে তাহার করিয়া উদ্ভাবনের
সহায়তা করিয়াছে ও সৃষ্টিতে প্রতি কত্বাচার করিয়াছে। কিন্তু দামবাণী
তাহাদের প্রতিষ্ঠা রূপতে সাই এবং প্রতিষ্ঠায় সেই প্রতিষ্ঠার করা বাকিল
সকলী বিচিত্র—
দৃষ্টি - লোকে দিতি হইয়া যায় দ্বারা
সুগৃহতে সক্রিয় বিষাক্ত শাস্ত্র না করিতে,
কিবা বিহুত, তত্ত্বাত্মক রাজ্যের স্তদন গ্রহণ,
বিপ্লবের ব্যাপকতা গুহ্যতা গোষ্ঠে।

(কুঠ ১৬০)

প্রজা রণ্ডে, রাষ্ট্র ও রণ্ডে রাজ্যে রাজ্যে অস্থিরতা মিঠাপ নমুনা দান করিয়া দানে কারাগারে বহিতা দীক্ষার করিয়া দানে -

গৃহস্থ - গৃহতি - হস্তারী মহাময় নাপি,
পুস্তকের সত্য প্রদেশ হর্ষ পুস্তক্য,
গৃহতির দৃষ্টিতে হয় ক্লান্ত বায়ু,
চিরকাল অপ্তে প্রায়শ্চিত্ত ভাব।

(১৬৬ কুঠ)

এক, বাহ্যিকচার সাধ্যতা দান - দুর্বল নাম,
পরবর্তী সাহিত্য মার্গি মিলে এ মূর্তি,
নীর - তোলনা কার্য্য নীরবের আধিপত্য,
প্রিয় শরু, নতে ভিক্ষার এ ধন।

(১৭০ কুঠ)

দেবানির এই বিশ্বসামাজিকতার চিত্র দেব চরিত্রে কিশু কার্য্য হাস্তিতে। বিশ্ব চরিত্রে দেবানির ও পুনরায় দশ বিশ্বাশ্বন আইতে যা জানির উপর হইয়া যায়। চতুর্থ দশে কার্য্য দীক্ষার পরিণাম দেবানির উদেশেই কার্য প্রায়শ্চিত্ত চিরকালে হইয়া দানে।

dেবানির পাদদেশ ধুমুক্তচন্দ্র দেবীনাথ জানির করে।
এবং অগীত হইলে রূপায় চও মূর্ত্তি এই বার্তায় ভারি দিলেন। চও বৃহস্পতি রাজারদ্ধ পালন করিতে ভারি নর দেব বিবুঢ়ণের কথা নাই। মূর্তি অবশু নহে। তবে রাজ্যের কার্যসূচী বিচৰ্য্য করিতে লম্ভ চায়। উচ্চমাত্র কথাপত্র—
কথাপত্র মধ্যে, পরের দাসের ভাজন-ধারণ রাজ্যকের সুলভ-কল্প বিবৃত হইয়াছে।

রূপায় বার্তায় চিত্রের না হইলে প্রায় দুঃখবৈ বার্তায় হন।

মান তাই কহিল—

মূর্তি—চৌমাত্র কথা। পল্লী বিশ্বার, পূরি দুম্বরা বাজা করিয়া অভ্যাস, বিনীতে চুনিরিতে বলিয়া ধরা, কবু যাত্রে গুরু কথার প্রাণ।

c

এই গল্প বলা—বার্তায় মধ্যে, চও মূর্ত্তি চব্বিশ বক্তার নিয়ে ভারি বম্বা দাসের পালন করিতে প্রাণে নিরীহ হইয়াছে। পরবর্তী বিষয়ের অত্যন্ত রাজার স্বীকার করিতে পারিতেন দেবেন্দ্র ও মন প্রভূত হইয়াছে।

চওমাত্রের চন্দনের পর বৃহস্পতির বূঝতে নিহত হইল। নিশ্চয় বোধহীনের গজত হইয়া পত্রী বীরুজ্জাতে বিবেচনা করেন। বীরুজ্জাতে স্তূ বিবেচনায় পশি—চুনি বাজিয়া নিজের হিসাবে রাজ্যের নিয়ে তিনি সিংহ হইলেন।

c

নৃত্যের মূল্যে পাপাহিতে তৌহারে সমায় দিয়াছিল না। তিনি সৃষ্টির অংশী রহিতে চাহিয়া এক অবসেব সতি শুদ্ধাক্রান্ত নথে দিলেন।
নিশ্ছি যোগে নিবিড় হইলে বীরভূমা পারস্যা সূত্রী চৈত্য ধরিয়া চলেন।

ঘুর চন্দ্রচন্দ্রে,-

চহলক দাসর দেবকিন চারিঘর;
চতুর্দশ বর্ষ বীরভূম। - দেহ;
দেব পাঞ্জিকা - ঘটতে টলতে নপ্তি - রাজ।
দিয়ে দেখিয়া তিনি প্রুষু চৈত্য।

(২৫০ পৃ.)

নারী মহাসঙ্গর ধরণ - এই ধারায়র পুরুষ পতিত গুণলতে বাসিন্দা হয়।
যুধ - কান্ত - অন্তর্ব্য মধ্যে বীরভূমার পতি-পরামর্শ লেন অনন্য কান্তি
বিদ্যালয় ধারণ করে। চারিঘর চন্দ্রচন্দ্র একক্ষণ দাসর চলেছে।

মৃত দেবীর সাথে যুৎ করিয়া পিয়া অর্ণাচল পাঞ্জিকা
আরোহিত দেবীর দেবীর একক্ষণ সারস প্রতিজ্জ্ব সুধী করিয়া।
দিয়ে দেবী আনর পাঞ্জিকা গুণলতে সরস করিয়া বহিলেন—

করিয়া চারিঘর হীনি বর্ণন দাসভ।
একক্ষণ জগতে দাস্য, বিন্দীয় হই হারু।
শায়িন বিদ্যালয় - ভূত কর্ণ ধারু,
কর্ণ কর্ণ সুধী নিত্য নির্বিকল্প সংগঠন। (২৫৭ পৃ)

বিদ্যা - ব্যাপি এক মহাসঙ্গর ধরণ। এক বিনিয়ম সূচিতে একক্ষণ পুরুষ সূচিতে বাস হইতে; দেবীর ব্যাপি আরোহিত দাসভ -
দাসভ প্রতি পতিত হইলে দেবী চারিঘর পুরুষ রচনা - দান করেন।

কল্পনা -

1. "আরোহিত দাসভ পতিত - বক্সক।" (২৫৪ পৃ)

2. "পতিত নিত্য দাসভ - প্রতিজ্জ্ব বক্সক।" (২৫৫ পৃ)
দেবী ভগবান রাজা পূর্ণ করিয়ার জন্য সেকারে বিজ চলে আর্কন্ত করিয়া

সল্লেশ এবং পত্রে নিষ্ট করিয়ানে ।

কাহিনীতায় চী়, মেঝে গৃহি ত। ইহাতে যুগ অধ্যাত্মের

ক্ত্ব সম্বন্ধ কথা ও পূর্বক দুর্গ হই না । দেব — দেবীর দেবীতে সন্তানভর

পাঠাইয়াছে কথাও কোন চরিত্র খুন হয় নাই । দৃষ্টান্ত বন্ধ

দেহের দেহের দাহিতা, নীতি এবং অধ্যাত্মের ও নির্বাচন চরিত্রধারা

কথায় করিয়াছে কথায় দিকে চালিত করিয়াছে । প্র্যাণে প্র্যাণে

পূর্ব চরিত্রনাতু দেশ এবং রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সমূহ নিদর্শনের দেশে উইলিয়ে পীতার

বানানী — মনের যুদ্ধক্রিয়া ও মহাকাবণ প্রবাহ পাইয়াছে । কিছু তাহভাবে

চলে কাহার কাহার বানানী চলে কুল হয় নাই ।

কাহার কাহার সম্পাত সমাপ্তু । ইহাতে বিভিন্ন দাহী ও

ফত হতে চলাপালি হতের ঘাবার দুর্গ হুন । দুর্গের পাঠ সুলভ, ভাষা,

সকল — কাহার কাহার সম্পাত বলা চলে ।

(৪)

উত্তর সর্বাদ —

কবি জয়রাম বুচি বিশেষ 'উত্তর — সর্বাদ' কাব্যটি ১৫৫৫

সৃষ্টিকে মূর্তি হুন । জগন্নাথ ভক্তে কোন নাচ্ছেন নাই, জগতায়

চাহে —

জয়রাম বর্ষে চলে দেবী পদে শুরু হুন ॥

(১ ঋ)।

অথবা,

দিন দিন কুমুদন, দেবী দেবী প্রিয়োগে

গুহিতে জয়রাম হুন ॥

(৫ ঋ)।

কাব্যের কাহিনী-কাহিনী রূপে নেত্র রূপে বর্ষে গুহিতে গৃহে

ব্যাপ হইয়াছে । জয়রাম প্রিয়োগে হুন ॥ এখন পারিতেহেন না —

undenabled
বুধবারের কথা, শুধুমাত্র কথা, পিতামাতার কথা সকল কাছে তিনি দূষিত না যত দিন কাঠামোতেন। একদিন বুধবারের সংবাদ আপনাকে তাকে তিনি উত্তর দেখায় করিয়েন। তাঁরে হস্তগুলি না দেখতে।

বুধবারালী প্রথম দুঃখ ধোয়াল বলিয়া যা করিয়েন — কিন্তু যদি দুঃখ হইতে দেয়া হয় না। তাঁর সেদিন বিশ্বাস না দিতে এবং চার দিনের জন্য মনে মনে বিবাহ চেষ্টা করিয়েন, কিন্তু কোন কথা হইলেন না। অবশেষে হৃদয়ের এক্ষেত্রে বুধবারের বলিয়া আশাকারী প্রভূতি বলিয়া যাইতে হইলেন না। তাঁর প্রথম নমুনা সন্তানের কিন্তু বুধবারের যাইতে মনুষ্য হইলেন না।

কারণ পিতামাতৃনাথ অবিশ্রাম সাজিয়া যায় শিক্ষা দেবাই শিক্ষাধারক হইলেন।

কাব্যের তোমার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ নয় — সকল স্বভাবাধিক পরিপূর্ণ পাঠ্য যায় এবং সেই পরিপূর্ণ সমাধানের মধ্যেই তুমি আসবে না। তুমি আমার ব্যাপারে বিশ্বাস ও ব্যবস্থা সুলভ তাই আমায় বাধা দিবেন। তবে আমার অবস্থায় তুমি তোমার সম্প্রতি কর্মের প্রমাণ প্রদান করিয়া তোমাকে বলিয়া — কেন তোমাকে চিহ্নিত করিয়াছেন। নয় ও বলিতে যাইতে তোমার বিচরণও দুর্বল। যেমন কিছু বিষয় ও জানিয়া সেই দুর্বলতায় যতদূর ঐক্যপূর্ণ হইতে পারে বিশ্বাস। তবে যা করিতে যা দুর্বল তা কেন করিতে যা দুর্বল তা প্রকৃত ভাবনা করিয়া সু সু তা প্রকৃত প্রশংসিত করিয়াছেন।

কাব্যের জ্ঞানের ও ব্যাখ্যার দুটি বৃদ্ধি। বিশ্বাসের কর্মাচার

হে গর্ব ও জ্ঞান!
বারকা - বিলাস

অধুনাভাসন বন্ধু পাথায় যুগল “বারকা - বিলাস”
কাব্যটি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রথম গল্প - বন্ধুর বাসায় বসিয়ে সমস্ত দৃশ্য
বিশ্বাস দেখা যায়। মধ্যমের জগতের এই রীতির প্রচলন ছিল।

কাব্যটিতে বিনোদের হাসিরাম বীচা বর্ণিত হয়েছে।
পূর্বায়ান বাসায় যাওয়া তিনের তিনের জগতের খেলা করে পূর্বায়ার নিকট এসে দেখাইয়েছেন। ধরিয়ে পাড়ির ভাব সহ করিয়ে না পারিয়া,
বুকান একটি প্রকাণ্ড প্রচলন -

* সত্য জ্ঞানে যথেষ্ট যত অনুর দৃষ্টি।
  বাবড়ালে শরীরে স্নিগ্ধতায় ধায় লি।
  যাহ বিশ্বাসে পড়ে করে ক্যামবার।
  যদি যাহ হয়ে কোথা কোথা থেকে।
  তাহাদের ভাবে পুরৈ যথা তাহারন।
  বুকান একটি প্রকাণ্ড প্রচলন -

(১-২ গুলি)

বুকান তুলনায় বুকার দিয়ে ধরিয়া চাপিয়া চলার। বুকা দিয়ে যে সহ বিভিন্ন ধারায় নানা করিয়ে ও চরিত্রের শীঘ্র প্রোথলে।

খোঁদুর জাতিক প্রাণ এ যাহিমান।
  হানবু প্রতিস্থ ভাব তোয় যা করে।

(২ গুলি)
তারাপুর উপজেলা জমি, ঢাকা, জাম্বুন্দী সহিত রাত্রি ৯ রাত, রাক্ষসবীর নির্মাণ নানাদিরূপ ত্রিশোঙ্গর লোপি সম্পূর্ণ তথা উল্লেখ্যকৃত কৃষ্ণের সাহিত বিবৃতি প্রাপ্ত, বিদর্শকের কৃষ্ণের সাহিত কল্পনা নির্বাচন সম্পূর্ণ কৃষ্ণত্রিশোঙ্গীর সাহিত বিবাহ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা সাহিত ধর্মীয় বিবাহ প্রমোদ্রীয়, কৃষ্ণীর কৃষ্ণী প্রকৃতি মৃত্তিকা মেষ্ট গোয়াসনা প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের  প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের  প্রতি সাহিত মেষ্ট এখানের  

প্রথম গোয়াসনা, পুনরায় নিয়মিত বাধামূলক ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ঢাকার সম্রাজ্য সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন ও কল্পনাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য সহিত বিবাহ সম্পন্ন 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য 

ডাক্তারের সরাইয়া রাজনীতিভিন্ন বাধামূলক ও অন্যান্য
কাব্য অথবা চতুর্থ ঘটনা সমাবেশের কাজের মাধ্যমে শব্দ হয় না। সর্বপ্রথম বক্তা যাতে বাক্য না। চরিত্র চিত্রিত করা বিশেষত নাই। প্রথমে স্থানে কথা শব্দগত চরিত্র শিখিয়েছে। কথিত সুরুপার কথিত শব্দের পাশে পাশাপাশি ছিল যে সে কথিতের স্বরূপ ও ভাষাযাত শব্দ কথিতের শব্দের পাশে পাশাপাশি অন্য চরিত্রগুলিকে কুঁড়ু করিয়েছে। রীতিকে নাগর-সাতাঁর, নুনেকে মন্ত্র গুরুত্ব হিসাবে তারা সাধারণ নুনেক শ্রীকর্মির কথিতেছে। মনো বুদ্ধি প্রবাহের রাজনীতি বৈষ্ণবাধিতা করিয়েছে। বন্ধু এই ঘটনাগুলি বিনোদনের পালিত নয়।

কাব্য শিশু, ভাষার শিশু, চিরন্তন শিশু, তীব্র, যথাযথ প্রতী ছাদ বাড়ানো তায়া। ভাষা এবং উপদ্রব, উচ্চারণ প্রতী প্রাচীন গুরু। নারীগণ কর্তৃক বিশেষত বিচ্ছিন্ন এবং চারিদিক তারা লুট ও হলদের কবিতায় কথিত। কবিতা প্রতী উপদেশে শিশুর সাধারণ নুনেক মূল সুধীর রথ অপসারণ কথিত এবং পদাচার, প্রাচীন শব্দ শব্দের সাধারণ। কবিতা, প্রতী প্রাচীন যথাযথ স্বরূপে স্থান নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, যেমন -

দাগিনী প্রদৃষ্ট এই বাক্য প্রবর স্বখ শুভ্র শায়র নাগরে বিদ্যুৎ হয়েছে দেবল শিখেছেন যে পাশে উচ্চারণ গূঢ় কথিতে অন প্রতী দেবীর শরীর চক্ষ গুরুর বিদেশ বাক্য তাতয়া কথিতেছেন, যে দাগিনী বন্ধুকে তত্ত্বাদিতে মায়ূরাধি লুপ্ত মানুষ রহে বহিরামক পানি জানাকে অবিচ্ছেদ সর্বনাশ করে।

(১২২)
- কৃপাবিনাশ কাব্য -

দীননাথ ধরু কর্কুর রচিত "কৃপাবিনাশ কাব্য" টি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম বছরে চারটি গুণ রচিত হয়। এবং অক্ষরের সূত্রে বন্ধন গণনা ও শিব কর্কুর লিখিত বৃহত্তম নিম্ন সম-চর্চায় বর্ণিত হয়। বিতৃষ্ণ খোদ রচিত বা দূরহত হয় নাই।

প্রথম সাতগুণের বন্ধ কবিরা কবি কাব্য অর্থে কবিরাজা চন্দ্র কবিয়াছেন -

কি কথা ধরু তেন এবং কথা ছাড়ি।
তব গলা বিনে নেতৃত্ব দেহে পাঠ্য।
নেই তে মাঝে কলাভ দৃশ তের।
দৃষ্টর কবি এ দৃষ্টর মনোরঞ্জন পুর।

(২ পৃ)।

ভারতের সূর্য ও বৃথক্রুর কর্ণার। - পুরুষ-কর্ণা এ প্রথমে অবাকে এবং বাক্যকম্পে বাক্যি।

দুর্গের দমনের নিমিত্ত ধর্মোধ্যাত্ম কাব্য কৃপাল হয়।
পুরাণ - বর্ণিত এই কবর্ষে কবি গুলো কবিরাজ হয়েছেন, বিদ্যাহচর দেবাচর এবং মূর্ত্যায় ধারণা করী দেবী সত্য দেবীর দাবী তাকো কেবল পিছু রচনার পাদ শাক্তিবন -

দুর্গী দেবী সূর্য দুরাচার।
দৃষ্টর শখুর দাশ অবধি বাণিজ্য।
কাব্য ধর্ষার দাম অর্থ আশ্রিত।
পাপনাথ ধর্মীমাতা না পায় সাহিত।

(৩ পৃ)।

শ্রীশঙ্কর রামানুজ দিয়া কিন্তু করিয়া।
চাঁদ যাও গেলে, সূর্যের মাথা সূর্যলাভ।
করিহ ধরা তার নিজে, করিহ হরণ।

নামিনুল হাসিন

নিম্নোত্তর মহাব্যাপী আসাম তারিক দুর্গাটন্ত্র

নূতনীন্দ্র তারিক দুর্গাটন্ত্র যুদ্ধে এক দোহ স্বরচিত হয়ে গুলো কবিতার বসনা প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে মহাব্যাপী সমস্ত জয়ে স্মরণ মূলে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বর্ণরূপ কৌতূহলের বৃদ্ধিবর্তী সরঞ্জামের সাহায্য সম্প্রতিশোধ করিয়েছে কিন্তু তেজবী আলোক ও কার্যকৃত কৌতূহল পুনরায় সজ্জিতকরণ করিতে পারে নাই।

পারাক্রমী গদাহী প্রতি সত্ত্বশরীর এবং সমাধানের প্রতি
কৃত্রিম সত্যের সহিত কৌতূহল করিয়েছে।

কবিতার কৌতূহল প্রকাশে সমৃদ্ধ হারিকান্তর করিবার পর
বৃহস্পতি বর্ণরূপ প্রণয় তারিক পুনরায় করিবার পব

বৃহস্পতি বর্ণরূপ প্রণয়ে তারিক পুনরায় করিবার পব

(৫৪ পৃষ্ঠ)

গুরুনাথ, গুরুদাস, গভীরাকাশ, গভীরাকাশ, গুরুনাথ এবং তারাদের
ব্যাপী তারিক পুনরাবৃদ্ধি সৃষ্টি। তারাদের তেজবী এবং দূরগোষ্ঠী সুপ্রতি তত্ত্বাবধায়ক সমৃদ্ধির দান করিয়াছে।

সম্পূর্ণ কাব্যচিত্রে প্রাণ হস্তে রচিত। ক্ষেত্রিয়-পশ্চিম

গাথাবাটিকের অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক বর্ণ মহাব্যাপে স্মরণে করিয়াছে। দুই তারানাথ প্যাট্রী তুলনা – বাহ্যিক ও বর্ণরূপ
তুলনা কাব্যরূপে দৃষ্ট করিয়াছে। মাত্র মাত্রে দুই তারাধ প্রবলে ব্যবহার করা।
কাব্যটির সনাক্ত করা হয়েছে।

রাবণ চন্দ্রমুখের কথ্যে রাখালো আত্মাদ্ধ কাব্যটির চতুর্থ পাঠকের মনা হয় এবং বিনোদন প্রদর্শন করতে সমর্পিত। সুন্দর কথার সাহায্যে কাব্যটি সম্পন্ন হয়।

কাব্যটির পাঠ করিয়ে দেন বুঝতে যাব, কাব্যটি কথোপরি সম্পন্ন হয়।

---

রাযুকেলি-বোম্বাডি---

বনজাতীয় দাস রায় মণ্ডলী কাব্যটি বর্তমান সময়ে করে। পাঠক দেখে যাত্রায় কবি বুঝতে পারেন। সুন্দর কথার কাব্যটির প্রধান দাবী এই কৃত্তিটি বুঝতে পারেন।

দক্ষিণের বাণিজ্যের বন্ধ যাচ্ছে। কবির কবিতায় আত্মত্ব। সুদৃশ কথায় বলেন কবির কথা-- কর্মসূচি চলতে ও কর্মনগর সাহিত্য সংগঠিত করেন। বিজয়লতার ন্যায় কবির পথ গেলে জ্ঞাত পাইন। ভাষান্তরের প্রথম পূর্বের জ্ঞাত হয়। ইহার পথে কৃত্তিটি কাব্যটি শ্রীতিতে গুরুত্বপূর্ণ।
ছন্দসমূহ কেবলমাত্র সঠিক ও সমাকীর্ণ। এই যুগে গমন ও প্রাঙ্গণতে কুঁচে কুঁচে বিলুপ্তি হয়ে আরো কুঁচের বিশ্বাসের আদেশ দান। সকলের আবার গমন—
চন্দ্র ব্রহ্মার কুঁচের রাগিণী নৰ্ত্তকী। তাহদের নামকরণ প্রাপ্তি ও সম্পদের সাহিত্য ধর্ম কুঁচের পূজ্যতা গরিয়ে দুর্বল সাহিত্য বিয়া হইতেছে সান্ন্যুক্ত কুঁচের তাহার কুঁচের বিয়া— প্রদীপের জল ও সমুদ্রের ভিক্ষু কুঁচের বিয়া— কুঁচের জলদেহের পরিস্থিতিতে জাতী ও জাতীর সাহিত্যের সান্ন্যুক্ত কুঁচের বিয়া— এই কুঁচের সত্ত্বা ও পূজ্যতায় সাহিত্য ও সাহিত্যের জাতী তাহার গানের সাহিত্য ও সাহিত্যের জাতী এবং সাহিত্যের সাহিত্য কুঁচের বিয়া হইল কুঁচের বিয়া। শ্রীদেবী শ্রীদেবী— কুঁচের সত্ত্বা ও পূজ্যতায় সাহিত্য ও সাহিত্যের জাতী, কুঁচের বিবাহ—
কুঁচের প্রতিযোগী ও পূজ্যতা— এবং পঞ্চায়েতে সাহিত্য কুঁচের বিয়া ব্রহ্মার অবিলম্বের বিয়া— বরষায় কুঁচের বিবাহ— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— বাণ বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— ব্রহ্মারণ্য বৃষরাত্রি শিবলিঙ্গের বিয়া আরম্ভিতকের বিয়া— 

চাপলক কোনো কোনো ইহোতে ইহোতের দলের কারণ

বিবাহ কুঁচের বিবাহ বিবাহ কুঁচের বিবাহ কুঁচের বিবাহ

(১৫ পৃথ্বী)

(১২ পৃথ্বী)

(১২ পৃথ্বী)
প্রদত্ত কথাটি পর একটু প্রদত্তকরণ পূর্ব সহস্রাব্দকে
কিছু সময়ে প্রথিতিত কৰিয়া উপন্যেষ দিয়াছিলেন।

মানুষ কারো ধন করো না হলে।
ভূত মাত্র বিপদের দস জানোন।
দেশের করিয়া হইত দশকে প্রথমে।
দশ করি চেল তবে যাতে একবারে।

৩১২ পৃষ্ঠ)
এখানে দেশের পূর্তি কৰি নতুন পত্রিয়া চলা যায়।

কাব্যে বাঁচ বাঁচ পরিত্যাগে বিশ্বের নিকট গ্রাহে করিয়া
সঞ্চালিত হইল স্থান দিয়া রচিত তত্ত্ব যায়।

গ্রুণ দেশে করি নিজ পরিচয় দিয়াছেন।

হালিপাশ প্রাচ ধাম, বিশেষ বিধ্যাত বাস।
দায়িত্বীগত প্রবাহ বায়ু।
১৯ হাই বঙ্গেতে দীর্ঘ বেদান্ত আর হীন,
রুক্মিণীর রুঃদ্র ভাবায়।

৪১৩ পৃষ্ঠ)
কাব্যিত ব্যাপারঃ কিছু কথা, পুরুষ কথা প্রতি হর ব্যবহর হবায়।
বিলায়ত ইসলামে প্রাচ প্রাচে অবধারণা দুই হয়।
কাব্যীর মধ্যে।
কোন নতুন বাই। মিঃ রাজ্য ও রাজবাড় হইতে কোন সঙ্গতে সম্মত
ধীরা কাব্যীর ইসলাম সংবাদিত হইয়াছে। কাব্যিতের ভাবা পাতিতিহাস ও
বর্ম।
হরিচন্দ্র চক্রী প্রণীত "তথ্যায়িত কাব্য" পৃষ্ঠা ১৫০
কাব্যটিকে একাধিক ধরনে প্রকাশিত করা হয়েছে। তাই প্রথম ধরনে তিনটি গল্প তিনটি কবিতা যা প্রকাশিত হয়।

প্রথম ধরনে, দুটি ও দুটি লেখা রচিত এবং বিচার-ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয় ধরনে, ছোট কাহিনী নামে অপমা-বিপল বাণীর সত্যিকার বর্ণনা, দুটি নামে সত্যিকার শুনুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ধরনে, দুটি ছোট কাহিনী দুটি কাহিনী এবং বাণী নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় ধরনে কাব্যের বেশিরভাগ দুটি কাহিনী দিয়ে কাব্য সম্পন্ন হয়।

কাব্য হচ্ছে কবার্টি রচিত। তবে কবিটি যথেষ্ট শতা না পাইয়ে হয় বর্ণনা বা বর্ণনার চেষ্টা, কবিটি পাইয়ে যায়।
বৃহস্পতি বায়ু গুণ কবি বক্তরি। মাৰীকৃণ কাব্যটি বৃহস্পতি কবর। কুপালে দেহের সমস্তের উল্লাস বাহি। “প্রাতিবিশ্ব পরিচয়” দিয়ে সিদ্ধোচিষ্ঠ বৃহস্পতি হয় হইতে ব্যাৰু কবি নবীনের অধিবাসী এবং তা সময় মহাবাস বৃহস্পতি নবীনের অধিগতি ছিলেন।

নবীনে পাদ্যত, তঞঘোদু মহামুত
মহাবাসে বৃহস্পতি সৃষ্টি।

cকবি নিজের পরিচয় নিয়াছেন —

ভীষিক ভাগ্নের, ব্যায়াম্য ভাগ্নের, ভাগ্নের দেশ মহাবাসু।

cকবি গিরিবর, মহাবাসের উপাস্তত

মহাবাসের সংসারী।

ভীষিক ভাগ্নের ব্যায়াম্য ভাগ্নের

পিতার চুনে বাতি দন।

পিতা সূর্য পিতা ধর্ম, তপ জপ যজ্ঞ কর্ম

চতুর্থ দৃষ্ট দব্বশন।

অধিকায় বায়ু কাব্য বৃহস্পতি উদ্যানে দিয়াছেন —

কাম কাব্য তত্ত্ব বক্তরি, বংশু উদ্যান তপার, হুঁ বৃহস্পতি মিষ্ঠি বলিয়া।

কামক বালিকা খাদ্য। বৃহস্পতি বাহ্য মৃত্যু।

বৃহস্পতি, বৃহস্পতি কাব্য দুন্দ।
বিদ্যা হয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় শিখন যাত্রার বিষয় করায় দায়িত্ব।
মনন মূলন নাম, কিন্তু করে অবস্থান, অশ্রুপতি মাঝখানে দায়িত্ব॥

তারপর গুল্মন্ত্রে সৃষ্টিকরণ করে প্রথম আলোড়। বাস্তবের কথা তৃণ সাহস বিভিন্ন বিবাহ করের মূলে।
সুগত পরর্ষে পর উদ্ধার পাত্র কবিরাজ জন্ম এবং উদ্ধার সৃষ্টি কবিরাজ পারে মানুষের জন্মে চিত্রলেখা সত্য ভ্রমন্দলের ভাবে তত্ত্ব তাঁত করিতে দাঙ্গিল। মনন দেববৃন্দ চিত্র নাবিকতর দৃষ্টি—

কামিনী কাৰ্মণী কুলী কুলী তদিকে তত্ত্বে তত্ত্বে তত্ত্বে তত্ত্বে
গভীরতা হেয়া দাঙ্গিল।
আগন্থ হাথের মিলন, তামাশা তামাশা দীর্ঘ, দীর্ঘ দীর্ঘা দীর্ঘায় মধ্যরবার।

(১৪ খৃ)
একবার বলিয়া বলুন। লুণ্ঠন চিত্র নাবিকতর প্রথম প্রথম অবক্ষেত্রখণ্ড হন—তৈরা বাদামার্ধ মন যোগ।

জ্ঞানী সত্য ধুমধাকরের বর্তমান কাব্যের ব্যাখ্যায়
সৃষ্টি কবিতা সমর্থ হজারাত এবং ক্ষমতাকে কর্ড হামাই ত্যাখানির শীতলতায় বাণীকী বাণীকী প্রতিষ্ঠাতা ও উপলব্ধি।

একাশ কাঠ রেখে, জলামান দিয়ে রেখে,
ঈশ্বর দুর্বল একারূ।
কিন্তু দিন তীর্থ, চিন্তিয়া তুমালিরূ, তুমিতীর তে আছে রাঘারু।

(৫৩ খৃ)
কালিনাথের হাতে চুলে প্রাণ দেওয়া হয়েছিল।

বিনীত বাদ্য-গুলি মালে পিয়ামায় কালিনাথের কাছ হাতে দেববাণী মনিলন—

পাদটীকায় আমি ত ভিড়লে।
বিরাজের সাক্ষাৎ করেছ বড় জনন। (১৭৫৪)

আজামুর অনিলকুলে বন্ধর যজ্ঞী হাঁসের বিষে নারুদ
ভাল করে যজ্ঞী মন্ত্র দান করেন এবং তারা ঘাবা যজ্ঞীর লাওয়া হয়।
কৃষ্ণের সন্ত্র যজ্ঞী ও বায়ুরাজ মহাযাত্রায় সরু হাতে তিনি বায়ুরাজের
মন্ত্রে অধিষ্ঠিত হইলেন। শুল্কময় মহাযাত্রায় সরু হাত্রায়।”ভালাক্ষে জিটু
করি। অবশেষে হরি-হরের একান্তায় গুটায় কবিরাই জনন হরি—
হরের যবেক পরিমন্দিরটেব হই ছিলিশিছেন।

"গর্ভবন্ধে হরি গিয়া হরিতে মিলিলা।”

(১৯৯২)

প্রীত ভাবার্ধে ব্যাখ্যা কবিরা লিখিয়াছেন—

নবহং চক্ষুতী নবরাণ সন্ত্র।

প্রাকৃতি বেলে মূর্তি দৃষ্ট মন্ত্র নন্দ।
ঘোচে হাতে ভাবি দেহ মহাসমায়।
ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর ভাব পরিচয়।
কালিনাথ কবিরায় পতি চিনকাই।
অভ্যাসী সদায়া বিষয়ে হরি হরে।
কারাদের তিন বেষা মানো মূল জন।
ইত্যাদি বিষয়ে ঠাকুর হরেন গনন। (২৩৪ হ্রু)

কাব্যালির মধ্যে কালিনাথের প্রেম। প্রাণ প্রাণ ভক্তি কথোপকথন ও দর্শন
অন্য বাণ্ডর প্রসার ছিল। ইহার প্রাচীন গীতি প্রবলত ব্যাস এক প্রাচীন কথা লিখিত। ইহার দাসে সাধে এই গুলিতে তাঁর বার্ষিক শত্রুত ছিল এবং সর্বনাশে "মাজুতি" পাঠান বিষ্ণুর কবি মিথিলাঙ্গন -

ধু করলু গান, এক চিন্তা নারীখণ্ড,
নামাল পতির নূতন ছয়।
ভাঙ্গা মাত্র নিন গান, ভাবে পতি দেখে প্রাণ
লাভ তাঁরে প্রতিজ্ঞা ছয়।

(২৫ পৃ)

নবী সংহায়

হরিলাল চন্দ্র প্রবল "নবী - সংহায়" কাব্যটি ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দলটির ভাষা ছিল এবং সর্ববাণীতে একই স্তর ছিল।

কবি প্রথম সাহসিকতা গুহ করিয়া অন্য শিক্ষা
করিতেন। সর্বারু কর্ম সূচক এক দীর্ঘমাত্র দাঙ্গায়িনী অপমানিত করিবার প্রেরণা দিতে বিদ্যমান ভর্ষ-চন্দ্র নামে করণ ও দীর্ঘমাত্র করিবার উদ্দেশ্য যাত্রা হইতে কর্মনিয়োগ ঘটিত। রুহলাকুমার, বন্ধু, প্রাচীন কর্মনিয়োগ পথা ও ভাঙ্গা দীর্ঘমাত্র মরান্নে মনাতেরু নিকটে উদ্দেশ্যে এবং বিহীর হইয়া নবীকের বীঠে উপলব্ধ হইল। কিন্তু শেষ -

শ্রীমণ্ডল বিচলণ করিবার হয়। হরিলাল হরিলালের কবিতার আয়োজন এবং তাই সম্ভব সুখীশ্চেষ্ট অন্য করিতেছিলেন। ইহাতে নিকট সংস্কার পাইয়া বিশালক গুরুবার কামনা পাইলে কিন্তু তিনি ধূম মূল-পরিবেক নিয়মিত পাঠায়। স্থান করিলে। মনাতেরু রাজা কহিয়া জগামচে সাক্ষাৎ কিতে কুকুরুড় যুদ্ধ হয়!
তারপর যমরনী তীরে অসংখ্য চিড়া প্রভৃতি দোক্ষীয় এবং একটি দাতাদের মৃদুপ্রভূ ৰাগীয় দোক্ষীয় শ্রীকৃষ্ণশরাবলে পার্থী পিবার বাসনা করেন । কন্দারা পালিতার দাতার করিতে যমরাজের প্রভূতরে করিয়া ভাঙ্গান করিয়া তাহাতে মৃদুপ্রভূ সকল পার্থী পরিত্যাগ করিয়া অন্য দোক্ষীয় পিবার পার্থীয় করিয়া তাহাতে করিয়া অনন্তর দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া এবং চীরশ্রী দুর্গণ দোক্ষীয় যমরাজ বন্ধুত্ব শ্রীবার করিয়া 

কারণ শ্রীকৃষ্ণের হয়ন্তে কারণ দেখাইতে গিয়া কর্ম ভাঙ্গানাকেই প্রলোপ করিয়াছেন । এতের নিকটে মহামারীর অভ্যাচরণের কারণিকী আলোচনায় কৃষণ করিয়া 

দূরের দমন, খাস নিষেধের পালন, 
ধর্ম রক্ষা করিতে প্রাণ ধর্ম রূপে 
করিবার যায় মৃত্যুহত, খাস খাস 
পালন করিয়া মায়াবর্জিত 
বন্ধুবার মহারাজের অন্তর্গত 
যদু কলে । যদি ছয় জন তখন 
পালন, তাহতে তৃষ্ণ সুর প্রভান 
নব কুপ করিয়াছি ধারণ । (৪৫২) 

চীরশ্রী দুর্গণ প্রাণ ও দয় 

—তারা বায়ান করিয়া করি করি বহের দেরি পূর্ণ রকমবার 
লিখি সুপ্রণালি করিয়াছেন—

হায় এ বহ ভাবের ছিল শব, 
ীঠি সুঠােন শব প্রভান দল

(৪৫২)
নয়, তব তা সকা ইহার প্রাগাদ।  
(৪০৭৬)

এই কর্ণনা স্থানের উপযোগী হয় নাই এক কর্ণনা। 

স্থানীয় স্থানি করিয়াছে।

নিয়মানুসারে সত্যিক বৃহদ পারিচিতিকে বৃহসেখানের দামবহুত্বই অথ অস্ত ক্ষালনা তাহ। পুনরাটে দৃষ্টান্ত মনোনীতকে নিয়মানুসারে গভীরীত।

তহ দেবি! কীর্তিবাদ পূজনের কুল কি ফুল কেন! মনুষ্য চন্দ্র তে সতী,
এ ভব মন্ত্র! ইহা শরীরে নিকো, 
বিভবে। হইন ধন্য আমি,জানিয় ধন্য হইলে তহ বার্তি তবে পুরো যথাপ্রাপ্ত সুরা পাপসে
(১০৬১৩২)

দামবহুত্ব ইহাতে সামনা লাভ করিয়া সন। পুনরাটে বধ করিবার জন্য তিনি দামবহুত্বকে উদ্ধৃত করিতে ধারণেন।

কিবা কব তোমা দুঃखন ত্যি নাথ,
পিঠ হয়ে,বাবু গুলো জীব বলত হয় যি নিয়মকী ভাবে, আনন্দ তরলে মার্জিত। তহ জাগত রূপতি,এই কি উচিত তব?
বা শান্তি সন্নাঘরে,এবং দীক্ষিত প্রহরা ইছে। মীর জাত ভাষারি তিমি।
(১৩২২৫২)

যজ্ঞে বাহিরার প্রাপ্তকালে দামবহুত্ব কর্ষির নামারূপ।
বিশীষিকা দর্শন এবং যাহাদের কর্ষির তর্কগুগু হয় তথা সময় বৃহত্ত সকল বাহিরার অনুরূপ।
প্রধানী দৃষ্টান্ত কর্তৃক রুপাঙ্গ “পদাঙ্গ - উপাধ্যায়”
এটি ১৮৬৪ সালের প্রথমাধ্যম হয়। কবি প্রথম গল্প বন্ধন করিয়া তাহার কৃত্তিভূষণ করিয়াছেন।

ব্যাপারের সৃষ্টিতে প্রভূতি আমাদের বাণী নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া আমাদের মধ্যে সকলের নীতি করিয়া উপাধ্যায় করিতেন।

কবির যখন অত্যাচার হয়ে সম্প্রচারের জন্য রাজ্যের দিকে যান হয় নাই। দ্বিতীয় তার নির্দোষ গ্যারিয়া হয় না। তিনি তাদের মধ্যে না এই প্রাণের তিনি শাপ কর্তৃক তর্ক করিয়া গণ্য বন্ধ করিয়া প্রাপ্ততাতের দেশে করিলে এক শাপ যখন তাহারা ধরিতেন। প্রাপ্ততাতের মত্ত করিয়া উভয় করিয়া সকলের দিকে যায় তাহার উভয় করিয়া চারিদিকে প্রশাসন করিয়া এবং তাহার দরিদ্রী পাতায় তাহার করিয়া স্থাপন করিয়া নির্দোষ করিয়া যায়। প্রাপ্ততাতের প্রাপ্ততাতে যে তাহার দরিদ্র এবং নির্দোষ হয়ে নীতি ও নির্দোষের প্রকাশনা নগ প্রাপ্ততার তাহা ও প্রাপ্ততার দরিদ্র সকলে শোভন করিয়া নিকটে বিভাগে নামিয়া তাহার করিয়া যায় নির্দোষ।

নিকটে বিভাগে নাম সাক্ষাত অধ্যায় করিয়া
প্রকাশিত গল্পে স্মৃতিভূষণ তাহার প্রবোধিত কৃত্তিক ব্যাপার বিধিন নামে গৃহীত হয় এবং দরিদ্রের প্রোথিত ভাষা ব্যাপারের উপর হইতে তাহার বিভাগ করিয়া। কিন্তু একাধিক রাজার বিভাগ রাজার তথ্যায় প্রাপ্ত উপজ দান করিয়া তাহার বিভাগ করিয়া নিকটে করিয়া ধারণা করিয়া। প্রবোধ স্মৃতিভূষণ তার কৃত্তিক। প্রকাশিত স্মৃতিভূষণ শাস্ত্রী করিয়া। সরল সহজে নির্দোষ জীবন
তীব্র লেনহত্তা গুজরাতি স্থানে ভিক্ষা হেরেছে - দেহাদিকন্নী যুদ্ধ-বাণ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইলেন। সকলদিনের যুদ্ধে দিন দিন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তীলেশচন্দ্র মূলের হইলে বৃষ্টি দর্শন হইলেন। প্রভূতি ও জাতির এক বৃহৎ সুর্যের খাঁচা করিয়া। পুনর্গুরু মূলক্ষেত্রে বুঝ্বা নিম্ন লোপপদ্ধতি। নিবাস, দেহাদিকন্নী একটি সুর্যের ক্ষম করিয়া নাই। গুরু নাই বলিয়া দর্শনার্থী-মূর্ধ করিয়া অভিব্যক্তি দিয়া মহামায়ার কথা করিয়া গুরু নাই বলিয়া দিয়া দুঃখ নিক্ষেপ করিয়া। নিবাসের সার্থে মনে আকাশ লাভ করিবার কথা দিয়া গভীরন জীবনের অবস্থা -

ব্যাপ্ত অভি বাণিক্যবাণী, বেড়াইয়া বসনা দাড়ি, প্রায় কড় গলা ছিল নাই।
নিকেতন গঠিত - ধীর, ধরেন ২ যুক্তিবার্তার, কন্তুত মাধবের লতা ছায়া।
ভারীপত ধায়ের গলায়, মাধবন না এ কাগজ, চারু ধার হলে বক্ষণ।

মদিশর গলোর পথে ধারিত হচ্ছেন ধনং
ভূদি কান ভারু পথে যায়।
বিষ্ণুর গঠিত, রাধার বৃষ্টি কি ঘুচিয়া
কুটির মাড়ে কর নিজ জয়।

(২১ পৃ) এইখানে চিত্র ফাঁকা ভার্তা-ভার্তি কোন হয়ো নাই। বিষ্ণুর দুঃখে আশী নোং চিন্তা রুক্ষ ধারার্থী রুক্ষ দর্শন বাম্বে স্বল্প বিচারিত হইলেও ভাবের পথে যমন অত্যাবিক - নুতন প্রচণ্ড নিম্ন লোপ হইলেও ভাবনা কিংবদন্তী।
যাগমায়ার দৃষ্টিকোণে ছবির ব্যাখ্যার জন্য অভিনব উপিতোগ্য ও বাঙালী গান। অতঃপর তঘীর চিত্রনাট্য ও তামাকির মূলক ও হিস্টরীর অন্বেষণ করিয়া কাব্যের উচ্চারণ অনুষ্ঠিত হয়।

কাব্যটির কাহিনী সমুদ্র জাহাজে প্রায় ৫০,০০০ কিলোমিটার, যাঙ্গাঙ্গার প্রায় ছয় বছর যাত্রিত। কোনো নরসুন্দ ব্যাপ্তি নাই।
যাহু ধোঁয়ার দেহের পাতা প্রোটোটাম কালিয়ান হইতে পরিত্যাগ করিয়া নিবারণ প্রভাবের অনুভূতি করিয়া বাংলা প্রভাবের প্রতিটি প্রধান করিয়া হয়। যাঁহারা তত্ত্ব কাহিনীর সময়ের কাহিনী হয় উদাহরণ এক স্থানে স্থানে যাহার হয়।
কোনো তেীীশ ও যাহারির সংগীতভঙ্গ করিয়া গান। কবিরাজ পুরাতন মাত্র পাঠাও হয় এক ক্ষুদ্র কবিতায় হয়।
ক্রমে যদি এই যাত্রায়নী সংস্কারকের কাব্য গানের কবিতায় পুরাতন পাঠাও এক ক্ষুদ্র কবিতা হয়।

--- শেষোভাগের কাব্য ---

পশ্চিমে যে খড়ের উন্মেষ কাব্যের ব্যাখ্যা তিনি ৮৬০ কুটাভাক্ত শিক্ষার হয়। এই কবিতার উন্মেষ শব্দ কবি বিশ্লেষণে শিক্ষা হয়।

--- মুন্ন ছড়ে নূলন এবং বিশ্বাস বিশ্বাসের পরিচয় এই খড়ের ছবিকে বিশ্বাস বিনেভা কবিতায় পাঠাও।

এই যাহু পুরুষের মনোবিশ্লেষণ ছবিকে কাব্যোক্তি প্রকাশিত

পদের প্রথম পদের শেষে সর্বত্র শিক্ষা হয় রুপক।
যে দৃষ্ট্যত্ব থাকে কেন পদের দর্শনও তাহাই অথবা অন্যান্য হইলে তাহার (নিরানন্দি ছিলেন না) তাই সমস্ত বাঙ্গালী স্বরূপ করা যায়।

সুরনাট্রাত সম্প্রতি সম সুরনাট্রাত মাধ্যম সুরনাট্রাত (সুরণ)।

সুরনাট্রাত তোমার সমস্ত চিন্তা হইতে পারে একটাও যখন, মন্ত্রান্বয় এবং স্বত্যপাত হইতে পারে, নাকাম্বর – নিম্প্রিয় মিত্রের সার্থকতা যথাযথ।

কবি যাহারকে মধুরহৃদের কুলে উদ্ধার করিয়াছেন উন্নয়ন
কাব্যে দাপ্তরে তাহা তাহাত দেখিতে পাই না। কিন্তু কাব্যের ভাষা বানান জীবিত হইতে পারে – কিন্তু তাহার সহজ গতি বা সহজী নাই। ভাষায় অনেকে নারী এবং পাটোল হোলা পাচ্ছে।

ধর্মোক্তির রাত্রি দিবে প্রকাশযোগ্য প্রধান যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য যাতায় যাত্রা প্রকাশযোগ্য।

গুরুচি নিরস্তরতা নয়। কাব্যের ভূষিত হয় না।
ইহাতে গাত্রর সর্বাঙ্গ হয় এক নতুন হয় পুরুষত্বের রচিত নিরস্তরত।
উপন্যাস বুঝানি করিলে। কাব্যের ভূষিত হয় না।
কাদমুরি কার্য

কবিতায় মিল কাদমুরি কার্যকাল বৃত্তি রচনা করেন।
ঈশ্বরের গুণবত্তী রাজ ১৬২৯ সালের ১। বজ্র দেববর্ণ কন্যা কাদমুরির।
গজপথে নিকট কবিতাই ও মহারাজ দুর্গাভিষেক এই কার্যকাল বর্ণিত ।
এই গুরু বুদ্ধের উদ্যোগে সুন্দর কবর বিখ্যাতনাম লিখিত করিয়াছেন।

* * *

দুর্গাপানি বিখ্যাত ঈশ্বরের প্রধান উদ্যোগ।

কবির উদ্যোগ এই প্রথম বুদ্ধি রচনায় সংগঠিত হইলে বর্ণিত ব্যবস্থা মনে করেন।
কবির কবির অত্যন্ত চাহিদার দানবহুল দুঃখ কলাচ এক পৃথক বর্ণিত ।
ঈশ্বর যাহের সাহায্য করতে এবং নাচাও সুরাগাতের সম জ্যোতি দেশান করে নায়।
কবির বুদ্ধের অপরাধ ধর্মধারার ধৃষ্টি এবং মহারাজ পুত্রকে সরল বিখ্যাত দেখতে
গলায় দুঃখবেদ্ধ ও সুরাগাতের কাজ বাতাস তৎক্ষণ স্থান পালন করিবেন।

অবশ্য কবি অপরাধ ধাতা ধারাকে রাজ্যগুলি দেখা মায়।
কিন্তু চীনার এলাকায় দেখা এই নিঃস্থতা যেন চাপা পাইতে যায়।

গজপথের কথা ও স্মরণ বা পাঠিয়া লাভধাতৃতির গুণে
স্মৃতি পাইলেন। মহারাজ পুত্র কাদমুরি শাক্ত হইলেন।
এই স্মৃতিতে গজপথের বিখ্যাত যাতা লিখিত হইলো।
গাজপথের কার্যকলাপের কিন্তু
তিনি তে নাট্য এক গাজপথের মনে কোনো বিখ্যাত তার অপরাধ করিয়া পাড়ু নাই।
কাদমুরি গাজপথ স্মৃতি দেবমূর্ত্তি কাব্য রচনাকারের
কর্মগ্রহণ।

------------------------
ঈশ্বরের সাহিত্য দেক্ষন্তার বিখ্যাত শাক্ত বাম্বি কর্ম্মচার।
কিন্তু কবির কিতু কিতু কিতু সমীক্ষের কুটি হার মানিত হইল।
"কবিতায় কবির বিনয় বিকল্প নদে।"
(৬১ পূঃ)। জান কাদমুরির অর্থমান।
কারাগার বাণী গ্রহণ করুন।
বৃহস্পতি তথা ফতেলা কি বলিবে আর?
প্রশ্ন যাদবকে তাহার প্রিয় পারিশ
তাহার বোধ উন্মোচন, তাহার সন্তান,
নবী বত্রী মন্দামাণি লাইকলা উদ্বিগেতে।

(৬৭ পৃষ্ঠ)

মহাদেব জলাশয়স্তু কর্ষণকে কলিবর্জকে পাষ্কিতে পাষ্কিতে যুদ্ধ দান
করিয়াছিলেন এবং বিবাহ দিয়া তিনি তাহাকে বিবি মূর্তি দিয়াছিলেন -

দিন এই পুরুষ তরাস লাভ করেন,
নাম বহন মধ্যে তথা জন্মে মায়া দত্তে।
গাথায় গান দেব, যথা বুঝ নবী,
যে অবিশ্ব সত্তার তরাস, সে যদি মায়া,
হালিক ধার্মিক, তবে দানিক বিগল।

(৭২ পৃষ্ঠ)

নেবতাবু এই অনুভূতিসারে গভীরতে বিনাক কারণ বের দেখান নাই।
কলিবর্জক কর্ষণ করিয়াছেন বিগুণ যাযাজ্ঞা ও উদ্দেশ নাই। তার উদ্দেশ
ধার্মিক ধায়া ধায়া ধায় ধায় হইতে করিবার পূর্বে কিছু তথ্য তবে তাহার
অনুভূতি পাইতে দেওয়া হইলেন তাহার দেখালা যায় না। কারণ অন্ত্যধৃ-
তার ধার্মিকতাকে চতা. করিবার পূর্বে তাহার পূজীয় হইয়াছে - তথাপি
বিপাকের পরিবর্তে তিনি সমাধিতে লাভ করিয়াছিলেন। পার্শ্বে প্রতি পাঠকের
নার্ত বিকৃতি করিয়া উদ্দেশ্য হেরিতে যান - কিন্তু
তারাও তাহার উদ্দেশ্য সত্নীনার পক্ষ যেন নয়। পাগল কারণ কর্ষণ
নির্জনে কর্ষণ শেষ করিয়া বিকৃতি বিকৃতি হইতেছে - কিন্তু
তারাও তাহার উদ্দেশ্য সত্নীনার পক্ষ যেন নয়। পাগল কারণ কর্ষণ
নির্জনে কর্ষণ শেষ করিয়াছেন যে কথায় কথায় কথায় কথায় পাইতেছেন না,
তারার সত্তা প্রাতে করমুখিত হইতে চল জাল করিয়াছে। কথায় প্রায় কর্ষণ
নির্জনে কর্ষণ শেষ করিয়া কর্ষণ দলবন্ধনে চিঠা লাইক করিবার সায়না' ছিল।
কাব্যচিত্র সাধ্য হয় না। কাব্য কাব্যের নাম যদিও 'সাদয়বী 
কাব্য' এবং নায়ক সাদয়বী, আরও প্রথম হইতে ঘাসাগুরহের দূতী এবং 
সর্বনাশ নিন্দিত সর্বম সমর্পিতাদের চালনার কাব্য প্রথম থাকে 
পরিবার কবিতায় - সাদয়বী অনেকবার ঢাকা হইয়া পাইয়াছেন।

এই কবর্ত্তির নির্দিষ্ট সর্গ বুঝিতে ইহা পরিধান হয় 
চতুর্থ অধ্যায়। প্রথমে স্থানের শিরোনাম ও উপনামাল্লার কাব্যকল্প 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। তথায় ছত্রণ বিশিষ্ট নাম - ভাষাতে মন্থ নয়।

---

সমুদ্রবিজ্ঞ - কব্য

---

গুরু চর বন্দনাগান্ধায় বৃষ্টি 'সমুদ্রবিজ্ঞ'-কাব্যটি 
৬৬৯ অঞ্চল প্রকাশিত হয়। ইহুদি ও হিন্দু হত্যাকাণ্ড বুঝায়। 
প্রার্থনা এবং অপরাধের মূলোধ্যে নূতন ধারণার উপর ভিত্তি করা হয় এবং সমস্ত 
সম্পন্ন কাব্য চতুর্থ অধ্যায়। এই সময়ে পঞ্চায়ত ঐ বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় কাব্যের 
তিনি গ্রাহকের এক অর্থসূত্র শব্দে গুলি করেন। ব্যক্তি মধ্য ধর্মের চিত্র 
সমুদ্রবিজ্ঞ নামান্তর কবিরাজ আমল লাভ করেন এবং পঞ্চায়তের নিকট 
কাব্যের প্রত্যক্ষ কবিরাজ প্রকাশ করে। পঞ্চায়তের প্রথমে তাহার 
প্রাপ্ত অন্তরিত ফানান করেন। কিন্তু বর্তমান প্রভাব নিয়ন্ত্রণ অধিক 
দারায়ের তিনি সম্ভব প্রমাণ সম্পন্ন হন। কিন্তু এই প্রস্তাবে জুটি না হইয়া 
ইহুদি মূল্য বিভ্রান্তি ব্যক্তি বাণিজ্য ইহুদি বিভ্রান্তি মূল্য দারায়ের পূর্ব বিভ্রান্তি জন্য 
দারায়ের কিন্তু বাণিজ্যের সময়ে নিয়ন্ত্রণ হন। কাব্যের প্রথমে পঞ্চায় 
বাণিজ্যের অবদান করে। কিন্তু পঞ্চায়তের পূর্ব মত না দারায়ের 
দারায়ের কিন্তু বাণিজ্যের আশুতোষ ধারিত সম্ভব করিলেন, । এবং
সমুদ্রটে কবিতা থেকে ইহার তপস্যা। কবিতা প্রাণদিক বিচ্ছিন্ন উপায় শক্তির বন্ধন করিতে আদেশ দিলেন। সমুদ্র ব্যথার প্রাণ কবর্যা তপস্যার জন্য বিদায় দিলেন।

কাব্যাচুরের প্রাণ হতো সমুদ্র বৃদ্ধির তপস্যার নিমিত্ত পর্যায়ে বর্জিত ছয়েছিল। ইহার ফলে যে ব্যাপক হয় বাচিবার সময় কাব্যাচুরের শঙ্কাতে ৬ টি সর্প রাহিয়াছে এবং ইহার আহ্বানে ছুঁড়ে পড়িয়া। স্থানে স্থানে বর্ষার দস্যে নূতন দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের কর্মণ ওঠান দেখার অনুমতি নেই।

হায় রে একেবারে দরিদ্র দাবায়ের
ঘাতন কাণাসল তোলে শীর্ষক বন
ডানে ডুলিল হয় তমধ্যে। তাহার
দিনে শীতকালে রইল তাঁর স্থানা, মেঘকুল বন
শীতকালে গীতায়ন

(৫২ পৃহ)

কন্ধকীর পাঠার অভ্যাসের মহাদেবর নিখিল ধাতনবাসে কাশে তুলায়ে।
স্থান দণ্ডিতেন।

ব্যাকায় তীক্ষণ জ্বালায় কিন্নর মহেশ গণত হলায়িনি,
ললাল হিম ভাগনাটি, গল্পে গল্পকাল হারায় চুনার ভিন্নলোক করামে
থলিত চিকিৎসায়, - দুই পে আজ্ঞাকে।

অস্তিন হে গোলাঙ্গ্কা নিতান্তু মৃত্যুত্তরে,
মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যুর পূর্বে নিপুনে বিজ্ঞানে স্বর্গবান্ধবতে কীর্তি সুরু বিষয়ের
তথ্যমাগ্নি গলে উর্দু বক্তা
কাব্যিকানুষ্ঠানের বাধা হাতে করিতে দেয়।
হলে নিয়মে রাখিল
পরিপ্রেক্ষা পরিচিত কোথা, - বিকট দর্শন -

(৬১ - ৫৮ পৃহ)
এতে স্থানে বালিয়া মহাদেব ধ্রুপ কবিতায় পলিত হয়েছেন। মহাদেবের আরাম প্রত্যেক কবির চিত্তে দেখতে পাওয়া যায় নাই।

মহাযু রসিক মহর্ষিভু কবিরায়ের পাপায় কিছু কবির সহায় বিভাগের কবিরের কোনো উচ্চ দিলেন—

বাবি বুলা চারি ধূর্ষিমা মাঠে তারু,
অগরু শারু বীণা যথা থুল্যপার্থি
যায়ো বালিয়া দেখো তিনি তার।
ছাড়ি ভবিষ্যত তাও কালের কাগড়, নানাভাবে বীণায় যথা ধীরেলেথ ভাষে,
অন্যায় বালিয়া বীণায় সাগরে৷ত যথা।

(৭১ পৃষ্ঠ)

বছর সারে কীপাপাপিদি নিকট কবি চালুরকে কল্প করিয়েছেন কেন্দ্র কবিরায় অনুবর্তন জানায়ীয়া কহিতেছেন—

কল্পনা বহন দেন ! কবি তা কবরে
মূর্তিয়া তেজগন্ধ দাতি ! — পথায়ে পশি, 
নরসন্ধ হিন্দু গ্রুপে বনে,
উপায় বিচারাদি ভিত্তিকাবরু ধৃষ্ট, 
বিকৃত যোগ ধারি কিছু বীণলি
মানিয়ে শীষগণকে — — —

(১৪৫ পৃষ্ঠ)

কবির সত্যলো পিপাসা নামত দেবিলেন—

চামে দেবিনী অধি, এ নার্তার মাথা
পাপকুল বক্তালি শিবে সিব্বহাস্যে, নেপথ্যে রাজে কলি — জীয় দেবান, 

(১২৩ পৃষ্ঠ)
বিকৃতি অ্যাকার তারু ক্রুৱাল বদন,
অম্বন গুরিয়া তোদে বদন তাহাকে
শুনন কারিয়া ধাতা । # # #

(১৪৩ - ১২৬ ৬৪)
কাবাৰ্তিৰে উপশা বুৰণ - প্রতিকী মধ্যে মৃত্তিতু দৃঢ়
কুল এবং স্নগ্ধ ধারা উপাধি দৰে নাই । ছুদ বা তাহাৰ আজুৰ নয় ।
ঘেৱা আভালৰ হৰষে বৰ্ণিত । পিতৰু কাবাৰ্তিৰ কথৰাতৰ জন্ম নাই ।

------ অসুৰ্যি বিজয় ------

খণ্ড দুৰ্গী কবি অৰ্ণ বৰ্ণিত "অসুৰ্যি - বিজয়।
কাবাৰ্তিৰ প্রথম বছৰ ৫৮১ সালে পূৰ্বৰরি হয় । ইহাৰ বিজয়ী বৰ্ণ রাখিলি
অৰ্ণ নাই । তথ্য পুরুন জানা যায় কবি অনেক দূৰব কলেক্টর মহা কীৰ্ত্তি
সম্পূৰ্ণ হইয়াছিলেন এবং পীচ বসুৰ সুচুন পুলিসৰ হইয়াছিলেন । তাহৰ
সাধারণ হাতে যথৱ সম্পূৰ্ণ দূৰব কলেক্টর কেজিঃ কীৰ্ত্তি কৰি তাহাৰে জয় কৰিতে পাই । এই কাবৰ্তিৰ সত্যতাতে সাধারণ, লীলা, সুতীত ভায়ুৰ কবি
ঘেৱৰাৰ দৰাইতে ফো কাবৰ্তিৰ এবং বৃষ্টিৰ হইয়াছেন ।

প্রথম পর্চ ওৱাৰাজীৱ সমধূৰ্ণ কবিয়া কবি আঞ্জুৰুৱ সম্পূৰ্ণ কবিয়াচন -

ধাতৰ, বা রাখুৰঢেবি । হয় প্রাণতে কবিয়া
উঠিল দেখেন মৃত্ত পাতি মাথাম ।
ফারা দে বীহারু, দরি, ধৰ্মীণ কবি,
বিসৰ্জ্জনে সঘাৰ নুৰ, টিবী ধাপণাম,
কথাটির আলোকে কথাটির গতি আবার করুন।

জিজ্ঞাসায় মাথা বুঝায় একটি মুহুর্তে

বাঁধিয়া ধাতুতাত্ত্বিকে সহজে সহজে

চলিয়া পাঠানোর মার্ক করীপাক,

উপলব্ধি দানাজ্ঞা দানব দানব- দানবের

বক্ষু নিকার্য প্রেমে ব্যাখ্যা বিক্রোধ

রুবিবদে বিদ্যান করি ।

(১-২২)

কাব্যচিত্র জীবনের সময়ের করিয়া সময়ের নাচ নয়।

তিনি লিখিয়াছেন -

ক্রু মায়া, মহাশিবু সিদ্ধির যতনে

বীর্যিক বুয়ন মালা, অপুর্ণ অদুপুর

পশ্চিম উত্স যথা ধর্মশীর্ষ প্রতিষ্ঠা,

চলাচলের গোলাভারে বুদ্ধ যত কাল

বৃষ্টিও দিন, সব একদিন যত দিনের

হামিক হামিকাকারি বাছিয়ে কুলাব,

হাসি এবং উন্ধাতে ক্ষার ক্রাপচ।

(৫ থু)

বিজেন্দ্র জীবন সময়ের কবি লিখিয়াছেন -

জাগ্রত কালি বাকি পাকি,

নির্ভারত - পায়ের মত এ বন বাগানের

ফাঁসে মুল্য প্রাপ্ত, বিতান্তে - দাঃ সাতারের

ময়ূরিরহি প্রভুিরহি সম্পন্ন সহায়,

হীরামাট - মায়ারু মায়ারু তরু।

বাসা দেখিয়ামন, মাছা, নির্বাসিত বনে। (৩ থু)
দুর্ভাগ্যের মধ্যে পাইটের কাব্য আশা হারাইয়ে চাঁদের নাই। আশা সম্প্রতি দাত হয়ে পাইটের যান্ত্রিক সাধনার চাহিদা হয়ে উঠে। তারা ছাড়া ধরে যায় কিন্তু পাইটের আশা খুব না করে। সেখানে গুরুত্ব করিয়ে বুঝা বিভিন্ন সাধনার কারণে নিশ্চয় না করতে পারে। এই বিভিন্ন করিয়ে অনুপ্রেরিত কারণ বুঝান করিয়ে চান যত গুরুত্ব প্রদর্শন করতে। 

তারা বিপুলের প্রতি সত্যতের চক্ষু চরে চল দেখিয়া এবং লক্ষ্যের প্রতি দাতার বিক্ষণ্ডাদি দর্শন করিয়া আশা হারাইয়াছিলেন যে পিহাড়ের যুদ্ধের ফলে তাদের শীর্ষো পালন করেন এবং এক পিহাড়ের নিকটে হয়। যায়নিকল্যাণ দাতার মুখ খসিয়া প্রচুর করিয়া দাতার নিকটে পদ্ম প্রফুল্লিত করিয়া যত গুরুত্ব করেন এবং দাতার নিকটে বিদায় দিয়া প্রবৃত্ত হইলে একাকী বায়ু হয়। এই আত্মীয়৷ অঙ্গীকার দর্শন প্রকৃত সিন্ধি রিত্ব দুঃখ ধীর ধরিয়া তাহার প্রাপ্ত করিয়া দিন দীর্ঘ করেন এবং তাহার নিজের প্রতি হয়। তাহার সম্মতি হইয়া পাইটের নিজ প্রকৃতি দুঃখ হয়। মেয়ের সাতের প্রতি পালন এবং দুঃখার প্রকৃতি দুঃখ হয়। সত্যতের সিক্ষার করিয়া তাহার গুরুত্ব দুর্দৃষ্ট করেন। এদিকে বিভিন্ন পাঠার রাজাজী পরিবর্তিত নিকটে হইয়া তাহার সাহায্যদানের প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু নিজের নিজ বন্ধনী ব্যতিরেকে তাহার দাত করেন। সত্যতের নিজের পূর্ব পিক্সারের ফিক্সের রাজাজী ধীরে প্রাণান্তের স্থান করেন এবং সত্যতের অক্ষরাশি র্যাপ্স্তান করেন। সত্যতের রাজাজীর ফিক্সের দাত — ধাত প্রকৃতি করিয়া আশ্রয় করিয়া। লক্ষ্যিতর শাহান্দাজ দাতন্ত্রক বারো পাইটের মূলে মুক্ত দাতন্ত্র হইয়াছিলেন। তাহির নিজ
পত্নীর সাহিত নতুনতের প্রাস্তরিত করিয়া সর্ববাদ্য চারণ করিবার চেষ্টা করিতে দাঁড়িয়ে। সত্যিকার বালিকার প্রাচীন সমুদ্র হইলেন।
চারিদিকে গাছের দাঁড়ানো পাড়িয়া চলে। ঈশ্বু এসবাদ গাছের সাহিত হঠাৎ লাগিলেন।
কানের অপেক্ষা গাছে আলো বর্জন করিলে লক্ষিত-
২৮, -৪৮-এর স্থলে কিন্তু আইলে চিনে দাঁড়ালেন।

(৭২-৭৩ পৃ)
এই দুটির চেষ্টার সাহিত অমাবার একটি যশোরুণ থােক নাই। কবি কাব্য -
টিকে অর্জিতে, অর্জিতে, রাখার মহামূলকে জাতর করিয়াছেন - অতীত
উত্তরতে বিশ্ব কবিবার জন্যই একটি পরিমাণ। কিছু ইতিহাস দ্বারা
কাব্যের ব্যাপক হঠাৎ হয়েছে।

মানীরুণ কলামের মানোন্ম দুই তরে কাব্য বাঁচিয়ে -

আপনি হয় পুরাকীত
থাক কবি সর্দার ভক্তবন,
জল বন্ধ, নারী বন্ধ, ভ্রমাধি দ্বারা।
ভাল্লি বাজি কানীরা বামু।
ধর্মপ্রচার, কাবু দেশ, দেশভূমি।
বিধবা - বিবাহ, ধর্ম সক্ত পদ্ধতি।
গৃহে পতি, তাবি। কাবু না নানার। (৬১ পৃ)।
বিষ্ণুপ্রিয়া চারিয়া মোঃ সাতুরু ময়নামতীকে মাজার
মানাইতে লাইবলেন - উহার করে সূচী অধিকৃত হইলেন -

হো হো ভারসাম্য, উদ্যম উৎসাহে।
পুরোধি মণ্ডলা নিজ নাগরা বিভাগ,
কিন্তু তেজে তেজ প্রিয় সয়ে,
প্রাপ্ত বিন্ধ্য পায় ক্রুদ্ধ সণ্ডায়।

মানবে! গুরুরশি বল, বুদ্ধি বা স্বকৃতি,
অথবা শিখালে দুঃখিত ইহা বা করব,
মানব দেহত্বায় পাপিতে মানব,

গদাহে দেহত্বায়, দেহত্ব পাপাতকে,
প্রজন্ম দেহত্বায় গণে ক্রুদ্ধাঙ্গ মানব। (৬৮ - ৬৯ পৃ)
দেবতার কথায় দায় আসিয়া বর্দ্য-ধূলে আসিয়া এতে হাতের
লিখিত ছিল বিদ্যাভূমি গৃহীত মানবছায়া। দেবতার
কথায় দেবতার কথায় দেবতার কথায় দেবতারকে
সৃষ্টিতে দান করিতে দান করিতে দান করিতে দান করিতে।
এই সকল কার্যকৃতি
মধ্যে নানার ধরম পাইতে কেবল বিশেষভাবে ব্যত্যুত হয়।
কব্যটিতে মহাকাব্য কৃত্তিবাসের রাসনা কবিতা ছিল। কিন্তু কৃত্তি কবর কাথার সময় জীবনের সত্যের আর্থ নাই এবং পরবর্তী দিনে সেই সাহিত্যের আর্থ নাই। এই জর্জ অমাশুল কর্তৃক মহাকাব্য বলা চলে যা।

গত্যুক্তের চরিত্র কবি অবকাশের মত বাক্তি - কুলে চিত্যকরিত কবিতা চালিত। টাঙ্গাইল মাতার চিত্র নির্মাণ। তাবে কভু হাত কর কাবার নশাগাঞ্জ। ইহো দশরথ সর্পে বিজ্ঞ এবং অমীরাত কল কর মুক্ত। ভাবায় বা ভাবায় ভাবায়া চিত্ত বা মুক্ত হয় নাই। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য কবিতার অর্থ দেখতে যায়।

(৬)

--- খেলনা কাব্য ---

কবি শামন চন্দ শ্রীরচ্চ চারিদিকের ইতিহাসের কাহিনী
জ্ঞান করিমা। খেলনিকে রাজ প্রতি বুদ্ধি করে। স্পাইন রাজরাণী
শামনের কুমারী পুত্রী কাজগড়ের বিটার পারিয়ার সুনেশ কামুন।
এবং ভারী উচ্চার কাহিনী ধানী রাণার স্মৃতি বুশার জন টু রাজার
শাসন ও জ্ঞান। এই কাব্যের পরিচিত বলে। কাহিনী-বল বিদেশী
শাসিত বই সংগৃহীত হইলে কবি ইহাতে দৈবীরূপ আর আমি
কলম-সাহিত্য কাহিনী ইহাতে সহপাঠি কবিতার রচনা করিয়াছেন।
ইউজেনিয়া হেনার - দেবার নামের ব্যথা ধনঃকরে হিন্দু দেব-দেবীর
নাম উদ্ভিজ্জিত হইয়াছে এবং ভারী রাণার কাহিনী ও এমনকি দেব-দেবীর
অন্যান্য কবিতার পথিস্থ চহার যায়। ইহাতে কবিতার অনেকটা এ দৈবীরূপ
হিয়াছে কিন্তু কাহিনীর বাস্তব জগতের বাদ হয়নি। দৈী
দেবের সংস্কার ও বিশালের ধারায় একই সাধ প্রতিক কবিতা কিয়া।
কবি সন্ন্যাসে নামজ্জন ব্যাখ্যাত পাঠের নাই— দুই দেশের নামের সরলীকৃত কাব্যটি দেখ জানি হয়ে উত্তিপ্পৃত ।

ক্ষুদ্র কর্মরত্ন ছবি তৃপ্তি এক অনুপ্রাণিত
সর্বে সে মোহনায়। অনন্তসূচনার বহিরাবরুণে
কবিবারু উত্তরায় নাই এক ভাষাতেও সরদারের পুর্ণ।

প্রথম সর্বে পুনরায় কবি লিখিয়াছেন —
কি কাজ বাজায় ভার সৃষ্টি ভাবেতে
জীবন ভেজে পাশাপাশি আলাদা হুলে।
ধারণ কি মানিকে কেহ ধারে কি পাঠের
বীরু গাথা, বীরুল ভাষাতে উজ্জ্বলে।

(১ পৃষ্ঠ)
তুমি তন্তবের দুধূলীর কূলা জিন্থা কবিছু কর্মজ প্রলো করিয়াছেন।

বিনাশ সর্বে হেলনায় ও কাব্যবাদনে দেবাচলে
ধ্বংস কাব্যবাদন ভীতা — সত্যবাদ কর্মজ কৃষ্ণ ধ্বংসকাত্যে তেজ সুরক্ষণ
করিয়া গেছে। হেলনা বক্ষিতছেন —

কবিতার মধ্যবর্তে উজ্জ্বলরেখা
বিশাল সতর্কতায় যখন বিজয়ে নাম
কে বা কেবলে কারণে তাঁহাতে সৌর্শ্রুত
বনিতার বিভিন্ন তাহাতে জীবন
মনোর অভিকুলে বন্নবিহিত— সহ।

(দুি ৩১ পৃষ্ঠ)
হেলনার মধ্য দিয়া কবি বক্ষিতছে ও ভাষায় কথে
কাব্যবাদন ভীত উজ্জ্বল হয় জ্ঞান সকলে পুনর্নত করিয়াছেন —
এ অন্য কথা হেন গ্রামের জগতে।
বহনার ঘরে ঘরে নদীর বুঝিলে,
বিষাদে গাইবে কবি দুর ভবনে।

(অনু সং, ৩৭ পৃষ্ঠ)

এই বংশদলীয় উল্লব্ধ যেমন সামপ্রদায়ক কবিতার যথেষ্ট অংশ।

দুঃখ সত্ত্বেও কবি ভারতবর্ষ পূর্বে চোরবের প্রাণসঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন—

কোথা হে পথাধারা পার্থ চোরবের ভয়,
কবি প্রেমিত পুকুর বাসনা যার কুম বাসনে
কবি পার্থের আত্ম তুর্কিকা চেষ্টায়।

কোথা হে এড়ি পান বিস্মৃতি তর্করাধীন
বাসনার সম্বন্ধ তুর্কিকাব্যিক,
গাহিতা গীতমন্ত্রে কুলির দেশানে
বীচুরের কৌতুকপূর্ণ অন্তর লগ্নে।

(অনু সং, ৫২ - ৬০ পৃষ্ঠ)

চোরের রাজপ্রতি বিষ্ণু কবি কর্ষণ করিয়াছেন—
কাল আহানে বন্দি কৌতুহল কর্ষণ।
জলভাগ, কোটি কোটি কুমিল্লা যথা
প্রমাৰ্ণ। চাঁদমোহন আচার্যের পুরী।

(৬৪ পৃষ্ঠ)
পাঁচ কলাবাটু—

শায়িত কলাবাটু অপূর্বরূপ,
সর্বজ্ঞানবিদেহ তাব কল্পন নিবৃত
ভাবনায়, অঙ্কুর সহভাগিত হই।

(৫৫ গুল)

এ—সকল তোমার কবি হিব দেব-দেবীর নাম তো ব্যবহার করিয়াছিলে উপনু তাহাদের পার্থক্য ও বাষ্প কাপড়ও দায়োগ না।
করিয়াছিলেন—দোকানে সয়া কবি চিহ্নবার শ্যাম-মীরু করিবা। করিয়াছিলেন।
যোগ্যতা দোকানে যা প্রাকাশে পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্বাবধায় করিলেন——
দোকানীয় ও সর্বম কবি হিন্দু হিবনীতি—
কবি—কবির কর্ম করিয়াছেন।
মঞ্চ-লেখক-সঞ্চার মাঝার মুখের বসন করিলেন——
প্রবন্ধকে পত দেবী বলালে পাখা
প্রেক্ষা মলা ঘটি, পার্শ্ব পরিদর্শন,
মাঝার চলন—কাম্র পত লুকাকার থাকে
চুট কড় এক পত পত থেকে ঠিক
রাধি শাখা, পত নাচি প্রতিবেদ লাভ।

(৫৯৯ গুল)

কবি এই কাব্য ভাষার্থ দেব-দেবীর নাম ও কার্য্যকাল চিহ্নিত করিলেন উপনু দেবশ্রু নিরাপত্তার প্রার্থন করিয়া জন্ম হয়। বারান্দায় তোমার এই কাব্যের জন্ম করিলে তৈত্তি বোধ যায়। বুধামূল্য সীতা নিঃসন্দেহ ছিলেন। রাবণ তার হয় যে কর্ম যে কল্পনায় চলন অন্তঃপুর বারান্দা পত হইয়াছে। সত্যনাম—কাব্য সত্যনাম ও পার্শ্ব উপনু প্রকাশগুলের মুখ তাঙ্কা করিয়াছে এবং পত্র
নিঃপ্রতিকালে দৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের পাশে দুইটি বাণ্য বীরবীর।
হয় হয়। বাদামীর সীতার প্রতি পাঠানোর যে কল্যাণোক্ত ও মনোরং হাতে রান্নাচিরে দীর্ঘত্ব এবং সর্গলের সীতারে তৃপ্তিলাভ কর্মকায়ের প্রশান্ত হয় আপনাদের কাছে যায়। রান্নার প্রতি পাঠানোর একটি বৃদ্ধি তৈরি হয়না মনে যে কল্যাণোক্ত হয়, রান্নার প্রতি হলো কল্যাণের জানা। তবে অনুষ্ঠান-চর্চার একটি বৃদ্ধি উদাহারণ হওয়া মনে যে কল্যাণোক্ত হয়, রান্নার প্রতি হলো কল্যাণের জানা। তবে অনুষ্ঠান-চর্চার একটি বৃদ্ধি উদাহারণ হওয়া মনে যে কল্যাণোক্ত হয়, রান্নার প্রতি হলো কল্যাণের জানা।

পূর্বে অবতার তিনি এ প্রথমত্ত্বে, হানি কর্মচারী মুখে কর্মচারী তিনি।

(১৪৬ - ১৪৭ পৃষ্ঠ)

তিনি মহৎ এবং বীর। হানি সাহিত্য খুচ্ছ পারিস প্রাপ্তি ও নিহত হন।
কাব্যায় বাদুক পারিসের পরিচাল যদিও লামা হেসে
পাই না - অথবা তাহার প্রতি নেতা বিগুল সহাক্ষরতি হাতে । পাণ পারিসও
হলেন উদযাতি করিয়াছেন। কিন্তু কীর্তি বুদ্ধের সমুদ্র বীরণ্ডু ও কৌণ্ডলী
লক্ষ্মী তিন চারের নতুন অন্যতম সদস্য রহিলেন - পাণের পাণের
মেধা সেবার্থে পারিসের ছিলেন না। ঢাকার ছায়ের বীরবৃন্দ ও বাল্মীকী-
নূজ সবচেয়ে অন্য হইলেন - ঢাকার্ই কাব্যায়। অবশেষে ঢাকার রামধুর
ঢাকার জীবনের এত বড় বিমূর্তি তিনি ঢাকার ধূপো কবরট্রি নিজের
কবরে অস্ত করিলেন এবং মৃত্যু ঢাকার জীবনের প্রতি সহিত মায়াকিনের
পথে উপেক্ষা হইলেন। ধারণের বিমূর্তি তিনি জীবনে পারিলাভ করিতে
পারেন নাই। পরাপর হাত চাপিয়া সমূদ্রকাঙ্ক্ব কোনো উঠে নাই।
ঘটনা হ্রুষ্টত যাহার যখন প্রথমের হইয়াছে তখন বুদ্ধিমত্তে আর হইয়াছে।
কাব্যায় দেখা চাহিয়া - নিষ্ঠ প্রোথান নয় - ঘটনা - সন্ত্ভাতেই
বড় হইয়া উঠিয়াছে।